৮৯ ফিলিস্তিনির পচা-গলা মরদেহ ফেরাল ইসরায়েল

সারে-জমিন

জীবন্ত ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা ঘিরে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

গণতান্ত্রিক অচলাবস্থা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ

সম্পাদকীয়

তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র নিজেই রোগী

সাধারণ

প্যারিস অলিম্পিকে কোভিডে আক্রান্ত অন্তত ৪০ অ্যাথলেট

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৭ আগস্ট, ২০২৪
২২ শ্রাবণ ১৪৩১
১ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 213 ■ Daily APONZONE ■ 7 August 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

নোবলেজয়ী ইউনুস হচ্ছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নাম প্রস্তাব করেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্তারা। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হড়া নিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সঙ্গে আলোচনায় সেই প্রস্তাবেই সায় মিলল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি মোহম্মদ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করতে বঙ্গভবনে প্রবেশ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১৩ সদস্যের একটি দল। এর ঘণ্টা দেড়েক পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তিন বাহিনীর প্রধানেরা বঙ্গভবনে প্রবেশ করেন। তারপর বঙ্গভবনে আসেন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) প্রাক্তন সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য এ কে আজাদ। এ বৈঠক প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান দৈনিক প্রথম আলো জানিয়েছে, ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির প্রেসসচিব জয়নাল আবেদিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কসহ সংশ্লিষ্টদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাকি সদস্যদের নাম চূড়ান্ত হবে।ডেল সেই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন শান্তিতে নোবেলবিজয়ী ড. ইউনুস। উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তরফে সোমবার অন্তবর্তীকালীন সরকারে প্রধান হিসেবে মুহাম্মদ ইউনুসের নাম প্রস্তাব করায় তাতে সায় দিয়েছেন নোবেলজয়ী। তাদের আহ্বানে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে এই গুরুদায়িত্ব নিতে সম্মত হয়েছেন। এ বিষয়ে বিবিসিকে ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেছেন, 'যে শিক্ষার্থীরা এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁরা যখন এই কঠিন সময়ে আমাকে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেন, তাহলে আমি কীভাবে তা প্রত্যাখ্যান করি?' ড. মুহাম্মদ ইউনুস বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিসে আছেন। তিনি শিগগিরই ঢাকা ফিরবেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে সোমবার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা।

বম্বে হাইকোর্টের হিজাব নিষিদ্ধে রায়ের বিরুদ্ধে আর্জি শুনবে শীর্ষ কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: মুম্বইয়ের একটি কলেজ ক্যাম্পাসে হিজাব, বোরখা ও নকাব পরা নিষিদ্ধ করার যে রায় বহাল রেখেছিল, বম্বে হাইকোর্ট সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি পিটিশন তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
গত ২৬ জুন চেম্বুর ট্রম্বে এডুকেশন সোসাইটির এন জি আচার্য এবং ডি কে মারাঠে কলেজের হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে হাইকোর্ট বলেছিল যে এই জাতীয় নিয়ম শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে না।
বেঞ্চ জানিয়েছিল, শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই ড্রেস কোড তৈরি করা হয়, যা কলেজের "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার" মৌলিক অধিকারের অংশ।
প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও মনোজ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ জানিয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই এই মামলার জন্য একটি বেঞ্চ গঠন করেছে এবং শিগগিরই তা তালিকাভুক্ত করা হবে।
জয়নাব আবদুল কাইয়ুমসহ আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী আবিহা জাইদি জরুরি শুনানির আর্জি জানিয়ে বলেন, বুধবার থেকে কলেজে ইউনিট পরীক্ষা শুরু হতে পারে। শীর্ষ আদালত এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জারি করা এই জাতীয় ফরমানের বৈধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। ২০২২ সালের ১৩ অক্টোবর শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি হেমন্ত গুপ্তা এবং বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার বেঞ্চ কর্নাটক থেকে আসা হিজাব বিতর্কের বিরোধিতায় ভিন্ন মতামত ছিল।
তৎকালীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন কর্নাটকের রাজ্য সরকার সেখানকার স্কুলগুলিতে ইসলামিক পোশাক হিজাব পরা নিষিদ্ধ করেছিল। বিচারপতি হেমন্ত গুপ্তা কর্নাটক হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন, যেখানে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করা হয়েছিল।
অপরদিকে, বিচারপতি সুধাংশু

মমতার পথেই এগোচ্ছে বিরোধীরা

স্বাস্থ্য, জীবন বিমায় জিএসটির বিরুদ্ধে সরব 'ইন্ডিয়া' জোট

আপনজন ডেস্ক: দিন কয়েক আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমেন কাছে জীবন ও স্বাস্থ্য বীমা প্রিমিয়ামের উপর আরোপিত ১৮% পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কমানোর দাবি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন।
মঙ্গলবার একউ দাবিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের দলগুলি সংসদের মকর দ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। সাতটি ভাষায় প্ল্যাকার্ড বহন করে দলগুলি মধ্যবিত্তের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের সমালোচনা করেছে এবং এটিকে "কর সন্ত্রাসবাদের দিকে পদক্ষেপ" বলে অভিহিত করেছে। পরে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিএক্স-এ একটি পোস্টে বলেন, "মোদী সরকার লক্ষ লক্ষ সাধারণ ভারতীয়দের কাছ থেকে ২৪,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে, যারা প্রতি বছর স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়াম প্রদান করে, প্রতিটি পয়সা বাঁচিয়ে যাতে জীবনে 'স্বাস্থ্য সঙ্কটে' তাদের কারও কাছে মাথা নত করতে না হয়। প্রতিটি বিপর্যয়ে 'করের সুযোগ' খোঁজা বিজেপি সরকারের অসংবেদনশীল চিন্তাভাবনার প্রমাণ। ইন্ডিয়া জোট এই সুবিধাবাদী চিন্তাধারার বিরোধিতা করে। স্বাস্থ্য ও জীবন বিমাকে জিএসটি-মুক্ত করতে হবে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শশী থারুর বলেছেন, ইন্ডিয়া জোরে দলগুলির প্রতিবাদ একেবারেই ন্যায়সঙ্গত। আপনি স্বাস্থ্য বীমার মতো প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর জিএসটি চাপিয়ে দিতে পারেন না। উল্লেখ্য, সোমবার জিরো আওয়ারে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।

ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করতে সংশোধনী বিল আনছে কেন্দ্র: মাদানি

আপনজন ডেস্ক: দেশের অন্যতম শীর্ষ মুসলিম সংগঠন জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ আইন সংশোধনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। এ ব্যাপারে জমিয়েতের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ আইনে প্রায় চল্লিশটি সংশোধনী সহ একটি নতুন ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ আনতে চলেছে। এগুলো কী ধরনের সংশোধনী সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।
জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানি বলেন, এই সংশোধনীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সম্পত্তির অবস্থা এবং প্রকৃতি পরিবর্তন করতে চায়, যাতে এই সম্পত্তিগুলি সহজেই দখল করা যায় এবং মুসলিম ওয়াকফের মর্যাদা বাতিল করা যায়। এই সংশোধনী আমরা কখনোই মেনে নিতে পারি না।
আরশাদ মাদিন বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের পূর্বপুরুষদের দান। এই সম্পত্তিগুলি ধর্মীয় ও মুসলিম কল্যাণমূলক কাজের জন্য নিবেদিত। সরকার এসব সম্পত্তির জন্য ওয়াকফ আইন প্রণয়ন করেছে।
মাওলানা আরশাদ মাদানি বলেন, এই সরকার আসার পর থেকে মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা ও ভয়ভীতিতে রাখতে এ ধরনের আইন নিয়ে আসছে। একজন মুসলিম যে কোন ক্ষতি সহ্য করতে পারে কিন্তু তার শরিয়তে হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না। তিনি বলেন, মুসলমানদের দেওয়া সাংবিধানিক অধিকারে ইচ্ছাকৃতভাবে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ তার ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার সংবিধানে মুসলমানদের দেওয়া এই ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। যাতে বোঝা যাচ্ছে সরকারের উদ্দেশ্য খারাপ। তারা আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায় এবং কোটি কোটি মুসলমানের সম্পত্তি দখল করতে চায়।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

মোটর বসাতে গিয়ে বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: মৃতদেহ বাড়ি ফিরতেই শোকের ছায়া কান্দির কুমারষন্ডে। টিউব ওয়েলের সাবমারসিবল মটর বসানা মিস্ত্রির কাজে গিয়ে বিদুৎ পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল আলেপ সেখ নামে এক যুবকের। ঘটনায় শোকের ছায়া কুমারসন্ড গ্রামে।
জানা গিয়েছে সোমবার কান্দি থানার অন্তর্গত গোকর্ণে বিট হাউসের সন্নিকটে একটি বাড়িতে সাব সাবমারসিবল মটর বসানোর কাজে গিয়েছিল, কান্দি থানার অন্তর্গত নবগ্রাম কুমারষন্ড গ্রামের বাসিন্দা আলেপ সেখ।
কাজ চলা কালীন বিকেল ৫ নাগাদ ইলেট্রিকের তার খসে হাতে বিদৎ পিষ্ট হয়ে পাশের জলে ছিটকে পড়ে যায়, আহত অবস্থায় আলেপকে উদ্ধার করে গোকর্ণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যদিও কিছুক্ষণ পর মৃত হয় ২৯ বছরের যুবক আলেপ সেখের।
মঙ্গলবার কান্দি মহকুমা হাসপাতালের মৃতু আলেপ সেখের ময়না তদন্ত সম্পূর্ন করে কান্দির নবগ্রাম কুমারষন্ড গ্রামে মৃত্য দেহ ফিরতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

উচ্ছেদ করতে চালানো হল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় যারা সরকারি জায়গা দখল করে রেখেছিল।সেই সমস্ত জায়গা দখল মুক্ত করার কাজ চলছে জোর কদমে। মঙ্গলবার অশোকনগর পৌরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গায় চালানো হল বুলডোজার। সরকারি জায়গা দখল করে ঘর বানিয়ে রাখা হয়েছিল।
পাশাপাশি সরকারি ফাঁকা জায়গা বাড়ির সামনে দখল করে রাখার অভিযোগ। বাড়ি ভাঙতে নিয়ে আসা হয় বুলডোজার।
বুলডোজার দিয়ে ভাঙা শুরু করতেই, দখলদাররা জানায় তারা নিজেরাই ভেঙে নেবে, সেই মতো ভাঙার কাজ শুরু করে নিজেরাই। পাশাপাশি বাড়ির সামনে যে সমস্ত সরকারি ফাঁকা জায়গা দখল করে রেখেছিল সেই সমস্ত জায়গাও বুলডোজার দিয়ে ফাঁকা করা হয়।
এদিকে ,রাস্তা থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য।

বিপত্তি হাওড়া আমতা লোকালে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিপত্তি হাওড়া আমতা লোকালে। এর জেরে মঙ্গলবার সকালে সাময়িক বিপাকে পড়েন ওই লোকালের যাত্রীরা। পরে ওই লোকালের যাত্রীদের পরবর্তী ট্রেনে হাওড়ায় আনা হয়। এদিকে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিকল হওয়া ট্রেনটি বাঁকড়া নয়াবাজ স্টেশনে মেরামত করা হয় বলে জানা গেছে। এই মুহূর্তে হাওড়া আমতা লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

জীবন্ত ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা, রেশন ডিলার ঘিরে বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রেশন বন্টনে অনিয়ম এবং জীবন্ত ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করে রেশন সামগ্রী আত্মসাৎ-এর অভিযোগ তুলে রেশন ডিলারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ রেশন গ্রাহকদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মালদার মানিকচকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খোয়েরতোলা পোদ্দার পাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনা স্থলে ছুটে আসেন মানিকচক থানার পুলিশ। জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ পোদ্দারপাড়া এলাকায় রেশন সামগ্রী বন্টনের জন্য পৌঁছায়। সেখানেই রেশন গ্রাহকদের ক্ষোভের মুখে পড়েন রেশন ডিলার পিন্টু সাহা। রেশন গ্রাহকদের অভিযোগ, জীবন্ত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে রেশন সামগ্রী আত্মসাৎ এমনকি কম পরিমাণে রেশন সামগ্রী বিতরণ সহ রেশন বন্টনে কারচুপির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান রেশন গ্রাহকরা। তাদের দাবি সঠিকভাবে রেশন বিতরণ করুক রেশন ডিলার। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মানিকচক থানার পুলিশ। পুলিশে হস্তক্ষেপে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আসে।

মায়ের ওষুধ আনতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত ছেলে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মায়ের অপারেশন হয়েছে দিন কয়েক আগে। বন্ধুকে সাথে নিয়ে ওষুধ আনতে যাচ্ছিল ছেলে, কিন্তু ফেরা হলো না আর। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল যুবকের। গুরুতর জখম অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অপর যুবক।
সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রানিতলা থানার খড়িবোনা সানাউল্লাহর মোড় এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মায়ের জন্য বাইকে করে গ্রামের বন্ধু রাকেশ শেখের সাথে ওষুধ আনতে যাচ্ছিল নাসিরুদ্দিন শেখ অরফে রনি। একটি ট্রাক্টর যাচ্ছিল রাস্তায়, বাইক ট্রাক্টরটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে হঠাৎ ব্রেক করায় বাইকের চাকা পিছলে ট্রাক্টরের চাকার তলায় চলে যায়। ঘটনাস্থল থেকে দুই যুবককে উদ্ধার করে নসিপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে নাসিরুদ্দিন শেখ ওরফে রনিকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। তার বন্ধু রাকেশ শেখের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, 'হেলমেট বিহীন অবস্থায় দ্রুত গতিতে ট্রাক্টর কে ওভারটেক করতে যাচ্ছিল বাইকটি, সে সময় ঘটে দুর্ঘটনাটি।' ঘাতক গাড়ি দুটি আটক করে রানিতলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য লালবাগ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

হিলি চেকপোস্ট দিয়ে ফের শুরু যাত্রী পারাপার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পুনরায় শুরু হল দু'দেশের মাঝে যাত্রী পারাপার। তবে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলো এদিনও। যাত্রী পারাপার শুরু হতেই এদিন হিলিতে অবস্থিত অভিবাসন দপ্তরের সামনে ভিড় জমাতে দেখা যায় অনেককেই। তবে এদিনও আমদানি রপ্তানি শুরু না হওয়ায় রাস্তার দুই পাশে সারি সারি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় পণ্যবাহী গাড়ি গুলিকে। এর ফলে স্বভাবতই ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠার জেরে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে। যার প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হিলিতে। পাশাপাশি যাত্রী পারাপার বন্ধ থাকায় দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন অনেকেই। বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠার ঘটনায় হিলি সীমান্তে হাই এলার জারি করা হয়েছে। মোতায়ন রয়েছে কমবেট ফোর্স ও বিএসএফ। এদিন সকাল ১১ টার পর দু'দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য সবুজ সংকেত মেলে। তবে হিলির ওপারে পানামা বন্দরে আটকে রয়েছে এপার থেকে যাওয়া বেশ কিছু পণ্যবাহী লরি। সেই লরি গুলি ফিরে না আসা পর্যন্ত পুনরায় এপার থেকে লরি পাঠানো হবে না

বলেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে। এদিন বিএসএফ আধিকারিকেদের সঙ্গে বিজিবি আধিকারিকদেরও দফায় দফায় বৈঠকে বসতে দেখা যায়।
এ বিষয়ে হিলি এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রাজেশ কুমার আগরওয়াল জানান, 'বাংলাদেশের তরফের প্রতিনিধিরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করছেন। উনারা পণ্য রপ্তানির জন্য আমাদের বলেছেন। কিন্তু কিছু গাড়ি আমাদের ওপারে আটকে রয়েছে। সেগুলো ফিরে এলেই আমরা আবার গাড়ি পাঠানো শুরু করব।' এ বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা মাহফিজুর অক্সাইড নামে এক ব্যক্তি জানান, 'কলকাতায় চিকিৎসার জন্য এসেছিলাম। বাংলাদেশের নওগাঁতে আমার বাড়ি। শুনলাম বর্ডার দিয়ে আবার যাতায়াত শুরু হচ্ছে। তাই আজ এখানে এসেছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিললেই দেশে ফিরে যাব।'

বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা মাটির বাড়ি, আতঙ্কে রঘুনাথপুরের শতাধিক পরিবার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: রাজ্যে যেখানে উন্নয়ন চলছে। পাকা বাড়ি তৈরি হয়ে চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকারের উদ্যোগে সেখানে জয়নগর বিধানসভার বেলে দূর্গানগর পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় আড়াই হাজার মাটির বাড়িতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে কয়েকহাজার গরীব মানুষ। সরকারি আর্থিক টালবাহানায় তাঁরা আজ বঞ্চিত। আর মাটির বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে গত রবিবার সাহানারা জমাদার নামে এক গৃহবধূর মৃত্যুর পরে আতঙ্কিত আশেপাশের এলাকার মানুষজন। প্রতিবেশীর মৃত্যু অন্য মাটির বাড়ির বাসিন্দাদের আতঙ্ক ছড়িয়েছে।
এই কদিনের ভরা কোটালের নিম্নচাপের ক্রমাগত বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়াল ও চাল ভেঙে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের ৫জন সদস্য আহত। এই ঘটনার পরে জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বেলে দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব রঘুনাথপুর গ্রামে অন্য মাটির বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রাতের ঘুম চলে গিয়েছে তাঁদের। বারংবার প্রশাসনের সব স্তরে আবেদন করে আবাস যোজনার পাকা ঘর না মেলায়

ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বাসিন্দারা। এদিকে ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর,রবিবার রাতের ঘটনায় ওই পরিবারের দুই সদস্য এখন কলকাতার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রায় আড়াই হাজার মাটির বাড়ি আছে এই পঞ্চায়েত এলাকায়। তাঁর মধ্যে এই পূর্ব রঘুনাথপুর গ্রামে এখন ১০০টির বেশি মাটির বাড়ি আছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমাদের গ্রামে একই পরিবারে ছজন আহত হয়েছে তার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে পাশাপাশি দুজন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। যার জেরে আমাদের গ্রামের আতঙ্ক আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদেরও মাটির বাড়িতে থাকতে হয়। ক্রমাগত বৃষ্টির জেরে দেওয়াল আলগা হয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের কাছে দরবার করেও ঘর মেলেনি। এভাবেই আবারো যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা আর যাতে না ঘটে তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ আমাদের এলাকার এই গ্রামে যে সমস্ত মাটির বাড়ি গুলি আছে সেগুলি যাতে পাকা বাড়ির করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে অনেকটাই উপকৃত হব। কারন আমাদের এই গ্রামে বেশিরভাগ মানুষ দিন আনা দিন খাওয়ার উপরেই নির্ভরশীল তাঁর উপরে নিজস্ব ঘর বানাতে সেই আয় আমাদের মধ্যে নেই। তাই সরকারি সাহায্যে যদি আমাদের এই মাটির বাড়িগুলি পাকা বাড়ি করে দেয় তাহলে এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রীতা নস্কর বলেন, আমাদের গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার মাটির বাড়ি আছে। মাটির বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু বেদনাদায়ক। কোনো মৃত্যুই আমাদের কাম্য নয়। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আবাস যোজনার টাকা পাঠানো বন্ধ আছে। আমরাও চাই দ্রুত আমাদের গ্রামের মাটির বাড়ি গুলোকে পাকা করতে। আমরা ইতিমধ্যে বিডিও তে সব জানিয়েছি। আর ইতিমধ্যে মারা যাওয়া ঐ গৃহবধূর বাড়ি সহ একাধিক বাড়িতে ত্রিপল, শুকনো খাবার বিডিও ও পঞ্চায়েতের তরফে দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু বলেন,ওই এলাকায় মোট কত মাটির বাড়ি আছে আর সেখান কার বর্তমান পরিস্থিতির সার্ভে করা হচ্ছে। সার্ভে রিপোর্ট জেলায় পাঠানো হচ্ছে। দেখা যাক যত তাড়াতাড়ি ওই এলাকার সমস্যার সমাধান করা যায়। আর মাটির ঘর চাপা পড়ে মৃতের ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে জেলায় রিপোর্ট দেওয়া আছে। আশাকরি ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে।

বাংলাদেশ দূতাবাসে নিরাপত্তার দায়িত্বে পুলিশের অতিরিক্ত ফোর্স

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বাংলাদেশ হাই কমিশন এর অফিসের সামনে বাড়তি নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হল। বাংলাদেশ হাই কমিশন এর অফিসের সামনে কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট পদমর্যাদার অফিসার্স সহ অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিসের সামনে টেন্টে অন্য দিনের থেকে বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন পুলিশ আধিকারিক ও কনস্টেবল রয়েছেন । রয়েছেন মহিলা পুলিশ কর্মীও। বাংলাদেশ হাই কমিশন এর অফিসের সামনে যদি কেউ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তার আশঙ্কায় এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে । পার্ক সার্কাস সহ শহরের বেশ কিছু এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
এদিকে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় মঙ্গলবার সকাল থেকে ঘোজাডাঙ্গা

সীমান্ত থমথমে পরিবেশ। বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশীরা তারা পাসপোর্ট নিয়ে একে একে ভারতে প্রবেশ করছেন। ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে বিএসএফের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদের চেকিং করে ভারতে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন ।বাংলাদেশীরা জানাচ্ছেন, আমরা ডাক্তার দেখানোর জন্য ভারতে এসেছি। পাশাপাশি আরো বলেন, বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয়েছে ।একাধিক থানাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাতক্ষীরাতে যে জেলখানা ছিল সেই জেলের কয়েদিরা সব পালিয়েছে। মোড়ে মোড়ে অগ্নিগর্ভ এবং সারারাত দুষ্কৃতি হামলা চলেছে ।কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত।ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার সকাল থেকে কারফিউ তুলে দেওয়ায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকছেন সনাতনিরা। নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশের গেঁদে সীমান্তে পৌঁছে জানালেন সে দেশের মানুষজন তাদের হার হিম করা অভিজ্ঞতা। প্রত্যেকের মুখেই আতঙ্কে ছাপ।

সল্টলেকে বেশি দামে আলু বিক্রি হচ্ছে, সতর্ক করল টাস্ক ফোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সল্টলেক

আপনজন: রাজ্যে আলুর দাম যে হারে বেড়েছে আলু ব্যবসায়ীদের লাগাম টানতে নেমে পড়েছেন টাস্ক ফোর্স সদস্যরা । টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে অভিযোগ করেন সল্টলেকে অতিরিক্ত দামে আলু বিক্রি হচ্ছে। ২৬ থেকে ২৭ টাকা কিলো তে আলুর দাম এসে দাঁড়িয়েছে পাইকারি বাজারে। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার লোভে কিলো প্রতি ৩৫ টাকা করে আলু বিক্রি করছেন। এবার রাজ্য সরকার এইসব আশা দুবার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নির্দিষ্ট ভাবে মামলা দায়ের হবে। গ্রেপ্তার হবে। সারা বছর আদালত আর পুলিশের দরজায় দৌড়াতে হবে। এসব চাই না বলে বার বার সাবধান করছি। না শুনলে এবার জেলে ঢুকতে হবে। স্পষ্ট হুমকি টাস্ক ফোর্সের। মঙ্গলবার সকালবেলায় উত্তর কলকাতার উল্টোডাঙ্গা পাইকেরি বাজারে হানা দেন টাস্ক ফোর্স সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে। তার সঙ্গে ছিলেন উল্টোডাঙ্গা থানার পুলিশকর্তারা । এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অফিসাররা।আলু ব্যবসায়ীদের জানতে চাইলেন আজকের আলুর দাম কত? যারা ন্যায্য বলছেন তাদেরকে কিছু বলা হচ্ছে না ।তার পাশাপাশি যেই আলু ব্যবসায়ীরা বেশি দামে আলু বিক্রি করছেন তাদেরকে ওয়ার্নিং এবং সচেতন করা হল। রাজ্য সরকারের দাম অনুযায়ী তাদেরকে আলু বিক্রি করতে হবে বলে সাফ জানান তিনি। না হলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হবে এমনটা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ কোলে। প্রতিটি বাজারে আলু পিঁয়াজ আদা রসুন কি দামে বিক্রি হচ্ছে তা লিখিত আকারে ডিসপ্লে করারও নির্দেশ দেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ বাবু জানান শাকসবজির দাম নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছে।

নৌকোয় চেপে বন্যা কবলিত গ্রাম পরিদর্শনে কাজল সেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় লাভপুরের ঠিবা অঞ্চলে তালতলায় বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে ১০-১৫ টি গ্রাম।তাই এলাকা পরিদর্শন করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ সহ, নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি জল কমতেই যেখানে বাঁধ ভেঙেছিল সেখানে বাঁধ ভাঙ্গার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে ।বস্তা তে মাটি ভরে মেরামত করার কাজ শুরু হয়ে গেছে।
পাশাপাশি হরিপুর থেকে জয়চন্দ্রপুর বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন কাজল শেখ এবং ত্রিপল থেকে শুরু করে খাবার ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ত্রান পৌঁছে দিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি । এছাড়া গ্রামে স্কুলে রান্নাবান্না করার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাহাত গ্রামের মানুষরা দুবেলা দু'মুঠো খেতে পায়।
আজ এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ নানুর বিধানসভার বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি ঠিবা অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি শাহীন কাজিসহ আরও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

স্টেশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে আরপিএফ-এর হকার উচ্ছেদ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার তথা শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রান্তিক ষ্টেশন ক্যানিং। প্রতি দিনই লাখো লাখো মানুষজন যাতায়াত করেন।ক্যানিং থেকে মাত্র ৭ কিমি দূরে রয়েছে জনবহুল তালদি ষ্টেশন। ক্যানিং লাইনের তালদি ষ্টেশন কে জঞ্জাল মুক্ত করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে হকার উচ্ছেদ অভিযান শুরু করলো ক্যানিং আউট পোষ্ট ও সোনারপুর আরপিএফ যৌথ উদ্যোগে। মঙ্গলবার দুপুরে অভিযান চালায় আরপিএফ । তালদি ষ্টেশন এলাকায় ২৫ টি অস্থায়ী ঘর ও ১৬ টি ঝুপড়ি ভেঙে ফেলা হয়।
আরপিএফ সূত্রের খবর,যারা বেআইনি ভাবে রেলের সম্পত্তি জবর দখল করে বিভিন্ন ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন তাদের কে সরে যেতে বলা হয়েছে।প্রয়োজনে আগামী দিনেও এমন উচ্ছেদ অভিযান চলবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পেট্রোল পাম্পে জল মেশানো ডিজেল বিক্রির অভিযোগ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার জয়পুরে একটি পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উত্তেজনা পাম্প চত্বরে এলাকায়। অভিযোগ পাম্প কর্তৃপক্ষ জল মেশানো ডিজেল বিক্রি করছিল সকাল থেকেই। বেশ কয়েকটি গাড়ি ওই ভেজাল ডিজেল ভরার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রেক ডাউন হয়ে যায়। তড়িঘড়ি পেট্রোল পাম্পের মালিক কে সে কথা জানানো হয়। এরপরে পেট্রোল পাম্প চত্বর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কার্যত অভিযোগের কথা স্বীকার করে নেন পাম্প কর্তৃপক্ষ তিনি জানান গতকাল রাতে অত্যাধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার জন্য ডিজেলের ট্যাংকিতে জল ঢুকে যায়। যে সমস্ত গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন পাম্প কর্তৃপক্ষ। এরপরেই তড়িঘড়ি পেট্রোল পাম্পের ট্যাংকি থেকে পাম্প লাগিয়ে রীতির মত জল বার করা হয়।

বাঁধ পরিদর্শনে হাওড়ার জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সোমবার রাতে ব্লক প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে উদয়নারায়ণপুরের একাধিক এলাকার বাঁধ পরিদর্শন করলেন হাওড়ার জেলাশাসক ডা. পি দীপাপ প্রিয়া। উল্লেখ্য, টোকাপুরে দামোদরের বাঁধ উপচে ঢোকা বন্যার জলে কুর্চি-শিবপুর ও সিংটি পঞ্চায়েতের শিবপুর, জঙ্গলপাড়া, শিবানিপুর, চকগাড়া, রাজাপুরের মতো গ্রামের মানুষকে বিচলিত করলেও অবশেষে বন্যামুক্ত উদয়নারায়ণপুর। গত ২ দিন আগে ডি.ভি.সি-র ছাড়া জলে বিপদসীমা ছুঁয়ে বইছিল দামোদরের জল। উদয়নারায়ণপুর ব্লক প্রশাসন নদ এলাকার মানুষজনকে মাইক প্রচারের মাধ্যমে সতর্কও করেছিল। অপরদিকে বন্যা মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত উদয়নারায়ণপুর ব্লক প্রশাসন। ছুটে আসেন হাওড়ার জেলা শাসক ডা.পি দীপাপ প্রিয়া।

নতুন সাবস্টেশনের স্থান পরিদর্শন বিধায়কের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী বিধানসভার রসাখোয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের মহেশপুর ব্রিজের পাশে পাওয়ার সাবস্টেশন হাউসের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করলেন করণদিঘী বিধায়ক গৌতম পাল। তার সাথে ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য হরে কৃষ্ণ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি মহসিন আজান, প্রাক্তন সভাপতি কামরুজ্জামান এবং রসাখোয়া এক ও দুই পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্য প্রতিনিধি। বিধায়ক গৌতম পাল জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ৩৩/১১ কেবির পাওয়ার সাবস্টেশন তৈরি হবে, যা ৫৩ শতক জমির উপর নির্মিত হবে। নবান্ন থেকে দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ এসেছে। রসাখোয়া ১ ও ২ নম্বর অঞ্চল, বাজারগাঁও ১ ও ২ নম্বর এবং লাহুতারা ১ নম্বর অঞ্চলের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে এই সাবস্টেশনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে সরকারী উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে। নতুন

সাবস্টেশন নির্মিত হলে বিদ্যুৎ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে এবং স্থানীয়দের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উপস্থিত প্রতিনিধিরাও সরকারের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেন এবং দ্রুত কাজ শেষ করার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষজনের জীবনে এক নতুন আলোর পথ খুলে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
করণদিঘী পঞ্চায়েত সভাপতির প্রতিনিধি মহসিন আজম জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পালের উদ্যোগে করণদিঘির অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকায় বিদ্যুৎ সমস্যা দূর করতে পাওয়ার সাবস্টেশনের জায়গা পরিদর্শন করা হলো এটি সম্পন্ন হলে এর থেকে লক্ষাধিক মানুষ উপকৃত হবেন বলে তিনি জানান।

প্রথম নজর

শেখ হাসিনার ভিসা বাতিল করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র নিশ্চিত করেছে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃটিশ সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যান টুইটে একথা জানিয়েছেন। এছাড়াও ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ-১৮ একথা জানিয়েছে। বাংলাদেশে বিক্ষোভের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের পর দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ অবস্থায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার কথা আগেই জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। একইসঙ্গে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছে দেশটি।

বার্গম্যান সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, হাসিনা যুক্তরাজ্যে আশ্রয় চাওয়ার কথা বিবেচনা করছেন, সেখানে তার বোন (শেখ রেহানা) এবং ভাগ্নি (এমপি টিউলিপ সিদ্দিক) থাকেন। হাসিনা যে পদ্ধতিতে বৃটেনের কাছে আশ্রয় চেয়েছেন, অভিবাসন আইন অনুযায়ী তা সম্ভব নয়। ওই পদ্ধতিতে কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না বৃটেন।

এদিকে গতকাল ভারতে পৌঁছে প্রথমে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক অজিত দোভাল এবং সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন শেখ হাসিনা। ওই বৈঠকে তাকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানে ভারি বর্ষণ, নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে ভবন ধসে পড়ে সুদানের উত্তরাঞ্চলে ৯ জন নিহত হয়েছে। একজন স্বাস্থ্যকর্মীর বরাত দিয়ে মঙ্গলবার এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। অন্যদিকে দেশটির দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে প্রায় ১৬ মাস ধরে লড়াই চলছে। খার্তুম থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে সুদানের নীল রাজ্যের ছোট শহর আবু হামাদের একটি হাসপাতালের এক কর্মী বলেছেন, 'বাড়িঘর ধসে পড়ার ফলে ৯ জন মারা গেছে। অনেক আহত ব্যক্তি হাসপাতালে আসছে।'

প্রতিবছর আগস্ট মাসে নীল নদে সর্বোচ্চ প্রবাহ ও ভারি বৃষ্টিপাত হয়। এতে ঘরবাড়ি ধ্বংস ও অবকাঠামো নষ্ট হয়। সরাসরি ও পরোক্ষভাবে পানিবাহিত রোগের মাধ্যমে প্রাণহানি ঘটে।

এ বছর প্রভাব আরো খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা লড়াইয়ে লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষ বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে চলে এসেছে। আবু হামাদের একজন প্রত্যক্ষদর্শী টেলিফোনে এএফপিকে বলেছেন, 'ভারি বৃষ্টির কারণে অধিকাংশ বাড়িঘর ও বাজারের সব দোকান ধসে পড়েছে।'

সুদানের কেন্দ্রীয় জরুরি অপারেশন সেন্টার মঙ্গলবার জানিয়েছে, ৭ জুলাই থেকে প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় দেশজুড়ে ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া অনেক মানুষ আহত হয়েছে এবং পাঁচ হাজারেরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর আগে গত সপ্তাহে লোহিত সাগরের উপকূলে পোর্ট সুদানে আকস্মিক বন্যায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছিল। জাতিসংঘের মতে, জুন থেকে ভারি বর্ষণ ও বন্যার কারণে ২১ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এদের অধিকাংশ ইতিমধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের শিকার এলাকায় গেছে।

৮৯ ফিলিস্তিনির পচা-গলা মরদেহ ফেরাল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৮৯ ফিলিস্তিনির পচা-গলা মরদেহ ফিরিয়ে দিয়েছে ইসরায়েল। সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের ফিলিস্তিনি সিভিল ইমার্জেন্সি সার্ভিসের পরিচালক ইয়ামেন আবু সুলেমান বলেছেন, এসব মরদেহ ইসরায়েলি স্থল হামলার সময় কবর দেওয়া নাকি বন্দি অবস্থায় নির্যাতন করে তাদের হত্যা করা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। দখলদার ইসরায়েল এসব ফিলিস্তিনির নাম, বয়স বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয়নি। এটি যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

আবু সুলেমান জানান, এসব মরদেহ খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালের কাছে গণকবরে দাফন করা হবে। তবে এর আগে তাদের মৃত্যুর কারণ নির্ণয় এবং তাদের পরিচয় শনাক্ত করতে মরদেহগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

গাজার সরকারি গণমাধ্যম দফতর জানিয়েছে, ইসরায়েল ৮৯টি মরদেহ অমানবিকভাবে হাড় ও পচা-গলা মরদেহ হিসেবে ফেরত পাঠিয়েছে। এছাড়া ৭ অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ফিলিস্তিনির মরদেহ চুরি করে নিয়ে গেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

হিরোশিমায় বোমা হামলার স্মরণ; একটি 'বৈশ্বিক ট্র্যাজেডি'

আপনজন ডেস্ক: জাপানের হিরোশিমা শহর ধ্বংসকারী পারমাণবিক বোমা হামলার ৭৯তম বার্ষিকীতে মঙ্গলবার হিরোশিমার মেয়র বলেছেন, ইউক্রেন এবং গাজার যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী ভয় ও অবিশ্বাসকে গভীরতর করছে।

কাজুমি মাতসুই ৬ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে মার্কিন পারমাণবিক হামলার শিকারদের স্মরণে একটি স্মারক অনুষ্ঠানে এক বেদনাদায়ক বক্তৃতায় এ কথা বলেন। এই পারমাণবিক বোমা হামলায় প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষ মারা যায়। তিনি বলেন, 'ইউক্রেনে রাশিয়ার দীর্ঘস্থায়ী আগ্রাসন এবং ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি অগণিত নিরপরাধ মানুষ জীবন হারিয়েছে এবং স্বাভাবিক জীবনকে বিপর্যস্ত করছে।'

'এই বৈশ্বিক ট্র্যাজেডিগুলো বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস এবং ভয়কে আরো গভীর করে তুলছে। জনসাধারণের ধারণাকে শক্তিশালী করছে যে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। যা আমাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত।' ১৯৪৫ সালের হিরোশিমা হামলার কয়েক দিন পর, দ্বিতীয় মার্কিন পরমাণু বোমা দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের নাগাসাকিতে আঘাত হানে। এতে প্রায় ৭৪ হাজার মানুষ মারা যায়। দুটি হামলার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং আজ পর্যন্ত জাপানই একমাত্র দেশ যেটি যুদ্ধকালীন সময় পারমাণবিক হামলার শিকার হয়েছে।

মঙ্গলবারের অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই কালো স্যুট পরিহিত ছিলেন। তারা গভীরভাবে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানান। তারা 'শান্তিতে বিশ্রাম' শিলালিপি বিশিষ্ট স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

আজ হিরোশিমা ১২ লাখ লোকের একটি সমৃদ্ধ মহানগর। কিন্তু, একটি গম্বুজ ভবনের ধ্বংসাবশেষ শহরের কেন্দ্রস্থলে হামলার ভয়াবহতার একটি অনুস্মারক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

ইউক্রেন সঙ্কটের কারণে তৃতীয় বছরে রাশিয়া ও বেলারুশকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। গত বছর গাজায় ইসরাইলের সামরিক অভিযান শুরু করার পর এটি ছিল শহরের প্রথম শান্তি স্মারক। ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত যথারীতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তবে স্থানীয় গণমাধ্যমের মতে হিরোশিমা কখনো ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানায়নি। গত মাসে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ জাপানে ফিলিস্তিনের স্থায়ী জেনারেল মিশন বলেন, 'ফিলিস্তিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, এটি দুঃখজনক।'

শহরের একজন কর্মকর্তা জুন মাসে এএফপি'কে বলেছিলেন, হিরোশিমা ইসরাইলকে তার আমন্ত্রণ পত্রে 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধবিরতি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের' আহ্বান জানিয়েছে। তবে এ বছর নাগাসাকি শান্তি অনুষ্ঠানে ইসরাইলের রাষ্ট্রদূতকে আমন্ত্রণ জানায়নি।

নাগাসাকি বলেছে, যে সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, বরং কোনো অপ্রত্যাশিত ঝামেলা এড়াতে নেয়া হয়েছে।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের প্রেস উইংয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

প্রধান উপদেষ্টার পদ

এত ত্যাগ স্বীকার করা শিক্ষার্থীদের প্রস্তাব ফেরাতে পারি না: ড. ইউনুস

আপনজন ডেস্ক: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নাম প্রস্তাব করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সেই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন শান্তিতে নোবেলবিজয়ী ড. ইউনুস। এ বিষয়ে বিবিসিকে ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেছেন, 'যে শিক্ষার্থীরা এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁরা যখন এই কঠিন সময়ে আমাকে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেন, তাহলে আমি কীভাবে তা প্রত্যাখ্যান করি?'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটা সংস্কার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। এরপর দেশ পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গতকাল বঙ্গভবনে তিন বাহিনীর প্রধানদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। পরে বঙ্গভবন থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে অনতিবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির প্রেস উইংয়ের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনী প্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

এতে আরো বলা হয়, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। গত ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন এবং বিভিন্ন মামলায় আটকদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়েছে এবং এরই মধ্যে অনেকে মুক্তি পেয়েছেন।

এর আগে, বিকেল ৩টার মধ্যে সংসদ ভাঙার আল্টিমেটাম দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এক ভিডিও বার্তায় আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পরও সংসদ বিলুপ্ত করা হয়নি। মঙ্গলবার বিকেল ৩টার মধ্যে সংসদ ভাঙা না হলে বুধবার কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। বিপ্লবী ছাত্র-জনতাকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

সোমবার দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে সেখান থেকেই একটি সামরিক হেলিকপ্টারে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এ সময় শেখ রেহানাও সঙ্গে ছিলেন। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন। যাওয়ার আগে একটি ভাষণ রেকর্ড করে যেতে চেয়েছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি তাকে সেই সুযোগ দেয়নি সেনাবাহিনী।

সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সরানো হল শেখ হাসিনাসহ মন্ত্রী-এমপিদের তথ্য

আপনজন ডেস্ক: দেশের বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সরানো হয়েছে সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এবং সাবেক উপদেষ্টাদের তথ্য। এসব তথ্যের মধ্যে তাদের ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, বাণীসহ বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট ছিল। এসব তথ্য সরানোর জন্য দিনভর বন্ধ ছিল সরকারি ওয়েবসাইটগুলো।

মঙ্গলবার সংশ্লিষ্টরা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইটে সাইবার হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা ওয়েবসাইট থেকে উল্লেখিত কনটেন্টগুলো সরানোর দাবি করেছিলেন বলে জানায় একটি সূত্র।

মঙ্গলবার দিনভর সরকারি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে না পারার অভিযোগ জানান অনেক ব্যবহারকারী। বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইটে প্রবেশের চেষ্টা করে বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ ঠেকানোর চেষ্টা জর্ডানের

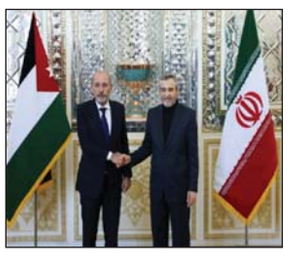

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার ঘটনায় ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা চলছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, যে কোনো সময় প্রতিশোধমূলক হামলায় চালাবে ইরান। অপরদিকে ইসরায়েলও কঠোর প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় এগিয়ে এসেছে জর্ডান।

দেশটি মধ্যপ্রাচ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়াতে ইরানকে শান্ত থাকতে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে। সংবাদমাধ্যম দ্য উইকের প্রতিবেদনে বলা হয়, রোববার (৪ আগস্ট) জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি ইরান সফর করেছেন। দুই দশকের মধ্যে এ প্রথম জর্ডানের কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী তেহরান গেলেন। তিনি ইরানকে প্রতিশোধমূলক হামলা না করতে চাপ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্ডানকে পশ্চিমাদের মিত্র হিসেবে দেখা হয়। তবে সেখানে অনেক ফিলিস্তিনি জনগণ রয়েছে। গাজা যুদ্ধ শুরুর পর প্রতিনিয়ত সেখানে বিক্ষোভ হচ্ছে। তারা জর্ডানের রাষ্ট্রীয় ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। কিন্তু জর্ডান তার পররাষ্ট্র নীতিতে অটল।

এমনকি চলতি বছর ইসরায়েলে ইরান যখন হামলা করেছিল, তখন ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে সাহায্য করছিল জর্ডান। কিন্তু জনগণ বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। তারা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে আন্দোলনে নামেন। তবুও এবারও ইসরায়েলের পক্ষে তদবিরে নেমেছে জর্ডান। অবশ্য হানিয়ার মৃত্যু নিয়েও তারা নিন্দা জানিয়েছে।

আয়মান সাফাদির সমঝোতার চেষ্টা নিয়ে ইরানি কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমে কথা বলেছে। অভ্যন্তরীণ সূত্র জানিয়েছে, জর্ডানের উদ্দেশ্য ভালোভাবে নেয়নি ইরান। তাকে জানানো হয়েছে, এ ইস্যুতে সমঝোতার কোনো পথ খোলা নেই। হানিয়া তেহরানের অতিথিটি ছিলেন। তাকে হত্যা দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ইরান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বুধবার (৩১ জুলাই) সকালে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়াহকে হত্যার খবর জানা যায়।

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানের রাজধানী তেহরানে ইসমাইল হানিয়াহ গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৯ মি.

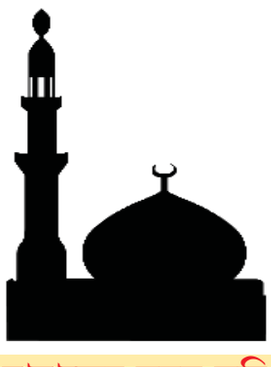

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৪	৫.১০
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৭	
মাগরিব	৬.১৯	
এশা	৭.৩৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

ইরাকে সামরিক ঘাঁটিতে হামলায় ৫ মার্কিন সেনা আহত

আপনজন ডেস্ক: ইরাকের আল আসাদ সামরিক ঘাঁটিতে হওয়া হামলায় অন্তত পাঁচ মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন বলে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

গত সপ্তাহে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের শীর্ষ নেতা ইসমাইল হানিয়াকে ইরানের রাজধানী তেহরানে গুপ্ত হামলা চালিয়ে হত্যা ও লেবাননে হিজবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ কমান্ডার ফুয়াদ শুকরকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে হত্যা করে ইসরায়েল।

টিম উইলজকে রানিং মেট হিসেবে মনোনয়ন কমলা হ্যারিসের

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস তার রানিং মেট হিসেবে বাছাই করেছেন মিনেসোটার গভর্নর টিম উইলজকে। আজ মঙ্গলবার এ ঘোষনা দেয়া হয়।

টিম মার্কিন রাজনীতিতে খুব একটা পরিচিত মুখ নন। তিনি যে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে যাচ্ছেন, তেমন আলোচনাতেও ছিলেন না। তবে ৬০ বছর বয়স্ক এই সাবেক হাই-স্কুল শিক্ষক এবং ফুটবল কোচ ডার্ক হর্স হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। আগ্রাসী ভাব না দেখিয়ে ট্রাম্পের সমালোচনা করতে পটু তিনি। তাছাড়া তার রাজ্য মিনেসোটায় ডেমোক্র্যাটরা এমনিতেই জয়ী হতে পারে। ফলে তিনি উইসকনসিন ও মিশিগানের মতো সুইয়িং স্টেটে দলের জন্য ভালো কিছু করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তিনি গর্ভপাতের অধিকার প্রদান, বেতনসহ পারিবারিক ছুটি, সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধে নামছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

চাপে আছে মিয়ানমার সেনারা, স্বীকারোক্তি জান্তার

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের সেনারা চাপের মধ্যে রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন সেনাপ্রধান ও অভ্যুত্থানের নেতা সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং। জানা গেছে, মিয়ানমারের জান্তা চীন সীমান্তের কাছে এক প্রধান সামরিক ঘাঁটির সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়েছে।

বিদ্রোহীরা গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সেনা সদর দফতর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে বলে বিরল স্বীকারোক্তি দিল জান্তা।

মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) বিদ্রোহী গোষ্ঠী যারা গত ২৫ জুলাই বলেছিল যে, ঘাঁটির দখল নিলেও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তারা শনিবার লাশিয়ো শহরে সামরিক বাহিনীর মজবুত ঘাঁটিতে তাদের সেনাদের একাধিক ছবি পোস্ট করেছে।

লাশিয়ো শহর ও তার আশেপাশে কয়েক সপ্তাহের তীব্র লড়াইয়ের পর সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জাও মিন তুন সোমবার বলেছেন, অবরুদ্ধ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডে অজ্ঞাত সংখ্যক কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি জান্তা সেনারা।

বার্তা আদানপ্রদানকারী অ্যাপ টেলিগ্রামে একটি অডিও বার্তা পোস্ট করে তিনি বলেছেন, জানা গেছে যে সিনিয়র কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি যোগ করেন, পরিস্থিতি যাচাই করতে জান্তা কাজ করেছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২১৩ সংখ্যা, ২২ শ্রাবণ ১৪৩১, ১ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

কৌশল!

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নির্বাচনি বৈতরণি পার হইতে এক নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার অভিনবই বটে! তাহা হইল প্রতিপক্ষ দলের শীর্ষস্থানীয় বা গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা, সাজানো ও ভিত্তিহীন মামলা-মোকদ্দমা দিয়া তাহাদের জেলে ভরিয়া রাখা কিংবা কোর্ট-কাচারিতে তাহাদের দৌড়ের উপর রাখা। ইহাতে তাহারা হামলা-মামলার ভয়ে এমনিতেই আত্মগোপনে চলিয়া যান। জাতীয় নির্বাচন তো বটে, স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের সময়ও কোনো প্রকার ঝুঁকি নেওয়া হয় না।

বৃহত্ গণতান্ত্রিক দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রী অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে জেল হইতে ছাড়া পাইবার পর স্বাস্থ্যগত কারণে জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ তাহাকে পহেলা জুন আবার জেলে যাইতে হইবে। দক্ষিণ এশিয়ার আরেকটি দেশে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে জেলে রাখিয়াই আয়োজন করা হইল জাতীয় নির্বাচন। শুধু তাহার বিরুদ্ধেই নহে, তাহার বিবির বিরুদ্ধেও মামলা দেওয়া হয়। এইভাবে খোঁজ লইলে নানা দৃষ্টান্ত ও চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ তো এক কাঠি সরেস। নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ জানাইতে পারে—এমন কোনো 'কার্যকর' বিরোধী দলই রাখে নাই দীর্ঘকাল ধরিয়া বহাল তবিয়তে ক্ষমতায় থাকা সিপিপি। নির্বাচনের পূর্বে তাহারা সর্ববৃহৎ বিরোধী দলের নিবন্ধন পর্যন্ত বাতিল করিয়া দেয়। কী চমৎকার নির্বাচনি ব্যবস্থা!

উগ্রপন্থি সংগঠন আল-কায়দার উত্থান একদা ছিল চোখে পড়িবার মতো। এখন আল-কায়দার অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে নির্বাচনের ক্ষেত্রে এখন দেখা যাইতেছে এক নূতন কায়দা বা কলাকৌশল। বিরুদ্ধমতের রাজনীতিবিদরা এখন যাইবেন কোথায়? তাহারা এখন প্রমাদ গুনিতেছেন। তাহারা জেলে চলিয়া গেলে কি নির্বাচনের ট্রেন বসিয়া থাকিবে? নিশ্চয়ই নহে। এই জন্য রাতারাতি জাগিয়া উঠিয়াছে নূতন নূতন মুখ। বাহারি নামের 'স্বতন্ত্র'। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশে তাহারা জয়লাভ করিয়া 'তাক' লাগাইয়া দিতেছেন বিশ্বকে। রাজনীতির এই নূতন ধারা কি গণতন্ত্রের জন্য স্বাস্থ্যকর? নাকি নির্বাচনের প্রতি সাধারণ ভোটারদের আস্থা নষ্ট হইবার ইহাই মূল কারণ? দীর্ঘ মেয়াদে এই কায়দা বা কৌশল কি এই সকল দেশের জন্য আরো বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ডাকিয়া আনিবে না?

বিশ্বের এমন দেশও রহিয়াছে যেইখানে বিদ্যমান শাসক নিজ উদ্যোগে সংবিধান পরিবর্তন করিয়া আজীবনের জন্য ক্ষমতায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। সংবিধান পরিবর্তন করিয়া প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদও বাড়ানো হইয়াছে নিজের ইচ্ছামতো। কাহারো কাহারো বিরুদ্ধে বিরোধীদের জেলে রাখিয়া মারিয়া ফেলিবারও অভিযোগ রহিয়াছে। ইহা কি আরো বিপজ্জনক নহে? তাহারা ইহা না করিয়া ইচ্ছা করিলে নির্বাচন নাও দিতে পারিতেন। যেইহেতু তাহাদের বিরোধিতা যাহারা করিতেছেন, তাহারা দমন-পীড়নের শিকার হইয়া দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িয়াছেন, তাই তাহাদের এত ভয় কীসের?

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক বত্সর বা তাহারও অধিক কাল হইতেই জেল-জুলুমের অপকৌশল অবলম্বন করা হয়। জাতীয় নেতা তো বটে, স্থানীয় নেতাকর্মীদেরও জেলে না রাখিয়া তাহারা শান্তিতে ঘুমাইতে পারেন না। অবশ্য নির্বাচন শেষ হইলেই কৌশলগত কারণে কেহ কেহ জামিনে ছাড়া পান। তবে তাহার পরও অনেককে আটকাইয়া রাখা হয়। আজ হউক বা কাল হউক, যখন পটপরিবর্তন হইবে, তখন রাজনীতির এই চল যে তাহাদের জন্য বুমেরাং হইবে না তাহারই-বা নিশ্চয়তা কোথায়?

.....

একজন স্বৈরশাসককে ক্ষমতা থেকে সরাতে কত মানুষকে রাস্তায় নামতে হয়?

একজন স্বৈরশাসকের পতন ঘটাতে কোন কৌশল সবচেয়ে বেশি কার্যকরী? সহিংস প্রতিবাদ নাকি অহিংস আন্দোলন? আর ক্ষমতা থেকে কোন রাজনীতিককে সরাতে এরকম বিক্ষোভ কত বড় হতে হবে? কত মানুষকে জড়ো করতে হবে? বিবিসির ডেভিড এডমন্ডসের রিপোর্ট

হার্ভার্ডের একজন গবেষক এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গবেষণা চালিয়েছেন বিগত কয়েক দশকে বিশ্বের দেশে দেশে যেসব গণআন্দোলন-গণবিক্ষোভ হয়েছে সেগুলোর ওপর।

এই গবেষণার ভিত্তিতে তিনি বলছেন, কোন জনগোষ্ঠীর মাত্র ৩ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ যদি গণবিক্ষোভে যোগ দেন, তাতেই তারা সফল হতে পারেন।

বিগত কয়েক দশকে বিশ্বে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটানোর সফল আন্দোলনের অনেক নজির আছে।

১৯৮০র দশকে কমিউনিষ্ট শাসনামলের পোল্যান্ডে হয়েছিল সলিডারিটি আন্দোলন। এর নেতৃত্বে ছিল শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে চলেছে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন। চিলির স্বৈরশাসক অগাস্তো পিনোশের পতন ঘটেছিল গণআন্দোলনের মুখে। সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয় সফল আন্দোলনের মাধ্যমে। একেবারে অতি সাম্প্রতিককালের উদাহারণও আছে। তথাকথিত আরব বসন্তের সূচনা হয়েছিল তিউনিশিয়ায় স্বৈরশাসক জিনে আল-আবেদিন বেন আলীকে ক্ষমতা থেকে সরানোর মাধ্যমে। সেখানে এই গণঅভ্যুত্থানের নাম দেয়া হয়েছিল 'জাসমিন বিপ্লব।'

মাত্র গত বছর এরকম আরেকটি সফল বিপ্লবের উদাহারণ হচ্ছে সুদান। সেখানে আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে ওমর আল-বশিরকে। একইভাবে আলজেরিয়ায় ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে আবদেল আজিজ বুতেফ্লিকাকে। আমাদের স্মরণকালের মধ্যেই ঘটেছে এসব সফল গণআন্দোলন। আর এই আন্দোলনের পথ ধরে এসব দেশে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই মুহূর্তে বিশ্ব গণমাধ্যমের শিরোনাম দখল করে আছে বেলারুসের বিক্ষোভ। একটি বিতর্কিত নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেংকো নিজেকে বিজয়ী ঘোষণার পর সেখানে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছে। এই বিক্ষোভ দমনে সরকার সেখানে নিষ্ঠুর বল প্রয়োগ করছে। অনেক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বন্দী করে লোকজনের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে এমন অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণই আছে।

কিন্তু এই আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটা?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো জরুরি। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এরিকা চেনোওয়েথ ঠিক সেই কাজটিই করেছেন। প্রফেসর এরিকা চেনোওয়াথ তার গবেষণাটি চালিয়েছেন মূলত স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলোতে, গণতান্ত্রিক দেশে নয়। গণতান্ত্রিক দেশের মতো স্বৈরতান্ত্রিক দেশে সরকারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরানো যায় না। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের নীতি যদি অজনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তখন পরের নির্বাচনে এমন রাজনীতিকদের নির্বাচিত করা যায় যারা প্রতিশ্রুতি দেবেন এই নীতি বাতিলের। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেটা সম্ভব নয়। তবে সমস্যাটা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র আর গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে। কোন দেশকে স্বৈরতান্ত্রিক এবং কোন দেশকে গণতান্ত্রিক বলা হবে সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কোন দেশ কতটা গণতান্ত্রিক বা কতটা স্বৈরতান্ত্রিক তার মাত্রা নিয়েও আছে বিতর্ক। আর সহিংস আন্দোলন থেকে অহিংস আন্দোলনকে কিভাবে আলাদা করা যাবে, সেটা নিয়েও আছে নানা মত। যেমন, ধরা যাক, কোন আন্দোলনের সময় মানুষের সম্পত্তির উপর হামলা করা হলো। এটাকে কি তখন সহিংস আন্দোলন বলা হবে? আর কোন বিক্ষোভ থেকে যদি লোকজন বর্ণবাদী গালি দিয়ে চিৎকার করতে থাকে, কিন্তু শারীরিক আক্রমণ থেকে তারা বিরত থাকে, সেটাকে কী বলা হবে? অহিংস?

যারা প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেদের গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মাহুতি দেন কিংবা অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে মৃত্যুর পথ বেছে নেন, তাদেরটাকে কি সহিংস আন্দোলন বলা যাবে?

কাজেই এসব প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়। কিন্তু সাদা চোখে এটা বলাই যেতে পারে, কিছু বিক্ষোভ স্পষ্টতই সহিংস, আর কিছু বিক্ষোভ স্পষ্টতই অহিংস। যেমন গুপ্তহত্যা নিঃসন্দেহে একটি সহিংস কৌশল। আবার শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, দেনদরবার, পোস্টার সাঁটানো, কর্মবিরতি, অবস্থান ধর্মঘট, ওয়াকআউট- এগুলোকে অহিংস আন্দোলনের কৌশল বলে বর্ণনা করা যায়। অহিংস আন্দোলনের কৌশল নাকি আছে ১৯৮ রকমের। এরিকা চেনোওয়েথ এবং তার সহযোগী গবেষক মারিয়া স্টেফান ১৯০০ সাল হতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বে যেসব প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হয়েছে, যেগুলোর সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। এই গবেষণার শেষে তারা এমন উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, সহিংস আন্দোলনের চাইতে অহিংস গণআন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে- কেন?

অধ্যাপক চেনোওয়েথের মতে, এর একটা সহজ উত্তর হচ্ছে যখন কোন আন্দোলনে সহিংসতা হয় তখন সেটা সে আন্দোলনের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। অহিংস আন্দোলনে অনেক বেশি লোক যোগ দিতে আগ্রহী হবে। কারণ অহিংস আন্দোলনে ঝুঁকি কম। এরকম আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য খুব বেশি শারীরিক সক্ষমতা দরকার হয় না। এর জন্য কোন প্রশিক্ষণও দরকার হয় না। এরকম আন্দোলনের জন্য সময় দিতে হয় কম এবং এসব কারণে অহিংস আন্দোলন সবসময় অনেক বেশি মানুষকে আকর্ষণ করে। যেমন নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীরাও এরকম আন্দোলনে যোগ দেয়। আর আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রেখে সেখানে বেশি সংখ্যায় মানুষের সমাগম ঘটানো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক সার্বিয়ায় স্লোবোদান মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে বুলডোজার বিপ্লবের কথা। সেখানে বিক্ষোভকারীদের ওপর সৈন্যরা কেন গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, সে প্রশ্নের উত্তরে সৈন্যরা বলেছিল, তারা গুলি চালাতে পারেনি কারণ বিক্ষোভকারীদের মধ্যে তাদের পরিচিতজনরা ছিল। বিক্ষোভে যোগ দেয়া জনতার মধ্যে যখন তাদেরই ভাইবোন বা বন্ধু বা প্রতিবেশী আছে, সেখানে গুলি চালাতে স্বাভাবিকভাবেই তারা অনিচ্ছুক ছিল। আর কোন বিক্ষোভ যত বড় হবে, সেখানে যত বেশি মানুষ যোগ দেবে, এমন সম্ভাবনা তত বেশি হবে যে সেই বিক্ষোভে পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরই কোন না কোন পরিচিত লোক থাকবে। কোন বিক্ষোভে কত মানুষ জড়ো হলে সেটি লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে, সে সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছেছেন প্রফেসর এরিকা চেনোওয়েথ। তাঁর মতে, কোন জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ যখন প্রতিবাদ বিক্ষোভে যোগ দেয়, তখন এটির সাফল্য প্রায় অবশ্যম্ভাবী। সংখ্যাটা খুব ছোট মনে হতে, পারে কিন্তু আসলে তা নয়। বেলারুসের উদাহরণ দেয়া যাক। দেশটির জনসংখ্যা হচ্ছে ৯০ লাখ। এখন এই জনসংখ্যার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ মানে হচ্ছে তিন লাখের একটু বেশি। বেলারুসের রাজধানী মিনস্কে যে বিক্ষোভ হচ্ছে, সেখানে হাজার হাজার লোক যোগ দিচ্ছে। হয়তো বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা এক লাখ। যদিও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এর কোন এক রিপোর্টে একবার বলা হয়েছিল, এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন ২ লাখ মানুষ।

এখন সরকার পতনের জন্য ৩ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষকে বিক্ষোভে যোগ দিতে হবে, এই নিয়মটা একেবারে যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তা নয়। অনেক আন্দোলনে এর চাইতে অনেক কম মানুষ যোগ দিলেও তা সফল হয়েছে। আবার কোন কোন বিক্ষোভে এর চেয়ে বেশি মানুষ অংশ নেয়ার পরও তা ব্যর্থ হয়েছে। যেমন বাহরাইনে ২০১১ সালে যে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল, সেটার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। প্রফেসর এরিকা চেনোওয়েথের মূল যে গবেষণা, সেখানে তারা ২০০৬ সাল পর্যন্ত সংঘটিত আন্দোলন-বিক্ষোভ নিয়ে কাজ করেছেন। তবে তারা এখন গবেষণার দ্বিতীয় একটি পর্যায় সম্পন্ন করেছেন যেখানে সাম্প্রতিককালের গণবিক্ষোভগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার নতুন গবেষণার ফল আগের গবেষণার ফলকেই কেউ সমর্থন করছে। যেমন, এই গবেষণার ফলও বলছে, অহিংস আন্দোলন আসলেই সহিংস আন্দোলনের চাইতে বেশি সফল হয়। তবে নতুন গবেষণায় তিনি গণবিক্ষোভের দুটি মজার ট্রেন্ড বা ধারা চিহ্নিত করতে পেরেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, দুনিয়াজুড়েই অহিংস প্রতিরোধ এখন আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ধারা হয়ে উঠেছে। সশস্ত্র বিদ্রোহ বা সশস্ত্র আন্দোলনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি এখন অহিংস আন্দোলনের সংখ্যা। গবেষণায় তিনি দেখেছেন, ২০১০ হতে ২০১৯ সালের মধ্যে এক দশকে বিশ্বে যে পরিমাণ অহিংস গণআন্দোলন হয়েছে, লিখিত ইতিহাসে সেরকম সংখ্যায় অহিংস আন্দোলনের নজির আর কোন দশকে নেই। গবেষণায় তার চোখে ধরা পড়া দ্বিতীয় আরেকটি ধারা হচ্ছে, আন্দোলনের সাফল্যের হার কমে গেছে। এই সাফল্যের হার সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে কমেছে সহিংস আন্দোলনের বেলায়। প্রতি দশটি সহিংস আন্দোলনের নয়টি এখন কার্যত ব্যর্থ হচ্ছে, বলছেন প্রফেসর এরিকা চেনোওয়েথ। আর অহিংস আন্দোলনও এখন আগের তুলনায় কম সফল হচ্ছে। আগে প্রতি দুটি অহিংস আন্দোলনের একটি সফল হতো। আর এখন প্রতি তিনটি আন্দোলনের একটি সফল হচ্ছে। তবে ২০০৬ সালের পর বেশ নাটকীয় কিছু সাফল্য দেখা গেছে। যেমন, সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশির ২০১৯ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন। এর কয়েক সপ্তাহ পরে আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুল আজিজ বুতেফ্লিকাকে ক্ষমতা ছাড়তে হয় তীব্র গণআন্দোলনের মুখে।

কিন্তু এরকম আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসকদের ক্ষমতা ছাড়ার ঘটনা ক্রমেই বিরল হয়ে উঠছে।

এটার কারণ কি?

এর হয়তো অনেক ব্যাখ্যা আছে। তবে একটা কারণ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল বিপ্লব। এটা একটা দুধারী তলোয়ারের মতো। প্রথম কয়েক বছরে মনে হচ্ছিল ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসার মানুষের হাতে প্রতিবাদ সংগঠিত করার এক শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিয়েছে। এই নতুন প্রযুক্তি তথ্য আদান-প্রদান অনেক সহজ করে দিয়েছিল। কখন, কোথায় বিক্ষোভ করতে হবে - কখন, কোথায় পরবর্তী মিছিলটি হবে - এসব খুব সহজ হয়ে উঠেছিল সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে।

কিন্তু স্বৈরশাসকরা এখন এই সোশ্যাল মিডিয়াকে তাদের নিজেদের অস্ত্রে পরিণত করতে পেরেছে। এরা এখন সফলভাবে এটি ব্যবহার করছে তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনে। প্রফেসর এরিকা চেনোওয়েথ বলছেন, ডিজিটাল অর্গানাইজিং, অর্থাৎ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিক্ষোভের আয়োজন করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ এর ওপর এখন সাংঘাতিক নজরদারি চলে। এতে অনুপ্রবেশ ঘটানো সহজ। আর সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে সরকার নিজেই এখন তাদের নিজেদের প্রোপাগান্ডা চালায় এবং ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দেয়। আবার বেলারুসে ফিরে আসা যাক। সেখানে যেসব বিক্ষোভকারীদের বন্দী করা হচ্ছে, তাদের টেলিফোন নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। এর লক্ষ্য টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে বিক্ষোভকারীরা কোন চ্যানেল ফলো করে, সেটা খুঁজে বের করা। টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে এই চ্যানেল চালায় যেসব বিক্ষোভকারী, তারা আটক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য টেলিগ্রাম তাদের একাউন্ট বন্ধ করে দিচ্ছে। যাতে করে এই চ্যানেল কারা ফলো করে পুলিশ সেটা খুঁজে বের করতে না পারে। বেলারুসের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেংকো কি এই যাত্রায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন? তার বিরুদ্ধে যখন এরকম ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, তখন কি আর তিনি রক্ষা পাবেন? হয়তো নয়।

তবে আগের ইতিহাস দেখলে মনে হচ্ছে, মিস্টার লুকাশেংকোকে একেবারে খরচের খাতায় লিখে ফেলার সময় হয়তো এখনো আসেনি।

সৌ: বিবিসি(বাংলা)

গণতান্ত্রিক অচলাবস্থা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ

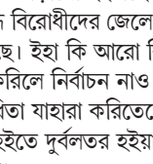

প্রিন্স বিশ্বাস

গণতন্ত্র হল এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তাদের ইচ্ছার ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করেন এবং নীতি প্রণয়ন করেন। তবে গণতন্ত্রিক অচলাবস্থা একটি এমন পরিস্থিতি যা শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বকে বাধাগ্রস্ত করে। বাংলাদেশ এবং ভারত, উভয় দেশেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান, তবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। এই প্রতিবেদনে, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হবে এবং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অচলাবস্থার সাথে তুলনা করে দেখা হবে, ভারতে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে কিনা।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অচলাবস্থা: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা:

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক অচলাবস্থা বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। মূলত, বিরোধী দল ও সরকারপক্ষের মধ্যে সংঘাত, অবিশ্বাস, এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা এবং সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমন ছিল গণতান্ত্রিক অচলাবস্থার একটি বড় উদাহরণ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে বিরোধ এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন এই অচলাবস্থার সূচনা করেছিল। বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত, নির্বাচন কমিশনের প্রতি অবিশ্বাস, এবং রাজনৈতিক সংঘাত বাংলাদেশকে রাজনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দেয়।

ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট:

ভারত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে অসামরিক শাসন দীর্ঘদিন ধরে চলছে। স্বাধীনতার পর থেকে, ভারত বেশিরভাগ সময়ই একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে ছিল।

ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো একটি ফেডারেল ব্যবস্থা, যেখানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়ই তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ভারতীয় সংবিধান এবং বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কার্যকরী, যা গণতন্ত্রের সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বাংলাদেশি প্রেক্ষাপটের তুলনা:

ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে:

1. গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য: ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অত্যন্ত শক্তিশালী। নির্বাচন, ন্যায়বিচার এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারত অনেক বেশি সুসংগঠিত। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাতের সৃষ্টি হলেও, ভারতে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে এমন বড় ধরনের সংঘাতের উদাহরণ খুবই কম।

2. বিরোধী দলের ভূমিকা: ভারতে বিরোধী দলগুলি একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। তারা সরকারের নীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সাংবিধানিক নিয়ম মেনে চলে। বাংলাদেশের মতো বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার ঘটনা ভারতে খুব কমই দেখা যায়।

3. অসামরিক প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা: ভারতের বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত স্বাধীন এবং শক্তিশালী। সংবিধান এবং আইনের শাসন ভারতে গণতন্ত্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশে একাধিকবার বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, যা গণতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে।

4. রাজনৈতিক সংঘাত: ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং মতপার্থক্য থাকলেও, তা সাধারণত সহিংসতায় রূপ নেয় না। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাত এবং সহিংসতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে।

ভারতে গণতান্ত্রিক অচলাবস্থার সম্ভাবনা:

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক অচলাবস্থার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা যদি সময়মতো সমাধান করা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে:

1. রাজনৈতিক মেরুকরণ: সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের রাজনীতিতে মেরুকরণের প্রবণতা বেড়েছে। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোটের রাজনীতি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

2. নির্বাচনী সংস্কার: ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা এবং সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। নির্বাচনে কালো টাকা ও অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রভাব রোধ করা জরুরি।

3. অসহিষ্ণুতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা: সাম্প্রতিক সময়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে কিছু উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। গণমাধ্যম ও সিভিল সোসাইটির স্বাধীনতা নিশ্চিত করা গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।

4. বিরোধী দলের ভূমিকা ও সহনশীলতা: বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা শক্তিশালী হতে হবে এবং তাদের সরকারের সমালোচনার পাশাপাশি গঠনমূলক প্রস্তাব দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতে বাংলাদেশের মতো গণতান্ত্রিক অচলাবস্থার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম, কারণ ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক কাঠামো শক্তিশালী এবং কার্যকরী। তবে, ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা সময়মতো সমাধান করা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে, রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীলতা, সংলাপ এবং গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। এভাবেই ভারত তার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

লেখক শিক্ষক, নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়।

প্রথম নজর

বাংলাদেশে সহিংসতা বন্ধে শান্তির আবেদন জামাআতে ইসলামীর

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের সর্বভারতীয় সভাপতি সাইয়েদ সা'দাতুল্লাহ হোসায়েনি। বাংলাদেশে সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরাতে সদর্থক পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তিনি আরও বলেছেন, বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে, যা চরম উদ্বেগজনক। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিরতা ও অচলাবস্থার জন্য দায়ী স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের দমন-পীড়নমূলক কঠোর নীতি। চলতি বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচন কার্যত প্রহসনে পরিণত হয় বলে বিরোধীদের অভিযোগ ছিল। জামাআতে

ইসলামী হিন্দের তরফে তিনি বাংলাদেশে অবিলম্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে সর্বসম্মতিতে জনগণের আস্থাভাজন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের লক্ষ্যে মানবিক পদক্ষেপ করতে সে দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনে হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সবাইকে ন্যায়বিচার দেওয়া এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি সুনিশ্চিত করার দাবিও জানান। তাঁর মতে, যত দ্রুত সম্ভব অন্তর্বর্তী সরকারকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মেনে পথ চলা শুরু করতে হবে, যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে শান্তিও সৌহার্দ্য বজার রাখার আর্জি আইএসএফের

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ের অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছে, এক অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটেছে। পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, ভারত বৈদেশিক নীতি সবসময় পঞ্চশীল নীতিতে বিশ্বাস করে। তার মধ্যে অন্যতম হল একে অপরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পারস্পরিক অ-আগ্রাসন, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পারস্পরিক অ-হস্তক্ষেপ ও পারস্পরিক সহাবস্থান। কিন্তু মানবাধিকারের প্রশ্নে, মানব সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ হলে আমাদের অবশ্যই গর্জে উঠতে হবে। সেই নিপীড়িত, অত্যাচারিতদের প্রতি সংহতি জানাতেই হবে। এটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।
আইএসএফ-এর মতে, সারা বাংলাদেশ জুড়ে একটি গৃহযুদ্ধের আবহ তৈরি হয়ে গেছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। তারা বাংলাদেশের

আপামর জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছে, আইন হাতে তুলে নেবেন না। শান্তিপূর্ণ গণ-অভ্যুত্থান করে দেশ গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। মনে রাখতে হবে, একটি দেশে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলে তার আঁচ প্রতিবেশী দেশের ওপরও পড়ে। বাংলাদেশে যেসকল সংখ্যালঘু, প্রান্তিক শ্রেণির মানুষজন আছেন তাদের পাশে নিয়ে সংহতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। এই আন্দোলনের ফাঁকে কেউ যেন তাদের ওপর হামলা, অত্যাচার না নামিয়ে আনে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা জরুরি।
আমরা সমগ্র ছাত্রসমাজ, সুশীল সমাজ সহ আপামর জনগণকে আহ্বান জানাই, স্বৈরাচারী সরকারকে পতন করে যে বিজয় আপনারা হাসিল করেছেন তাকে বজায় রাখতে শান্তি, সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনা ভীষণ জরুরী।
আমরা চাই বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দ্রুত ফিরে আসুক।

ডোভালের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শাহর

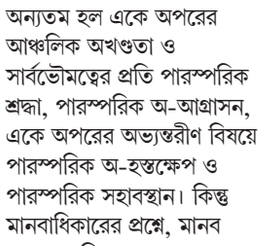

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত। সেই আন্দোলনকারীদের একটা অংশ ভারত বিরোধী শ্লোগান দেওয়া শুরু করেছে। তারমধ্যে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। সবটা মিলিয়ে ভারতের উৎকণ্ঠার যথেষ্ট কারণ আছে। সমস্ত বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার জন্যই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত গোবালের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বৈঠকে বসেছেন। কিছু সময় আগে জয়শঙ্কর জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয়েছে। ওখানে যে ভারতীয়রা আছেন, তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।
কূটনৈতিক মহল মনে করেন অজিত গোবালের সঙ্গে অমিত শাহর এই বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমিক নেতা বিজয় তেয়ারীর স্মরণ সভা

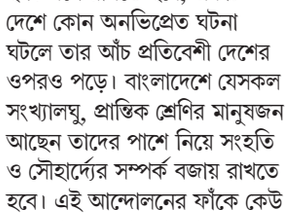

এম এ মনু ● উলুবেড়িয়া
আপনজন: বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও সমাজ সেবী প্রয়াত বিজয় তেয়ারীর ২০ তম স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ফুলেশ্বর কটন মিল সংলগ্ন বিজয় তেয়ারীর মর্মর মূর্তির পাদদেশে। এদিনের এই স্মরণ সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ধর্মীয় ধর্ম গুরু, খ্রীষ্টান ধর্ম গুরু ফাদার রাজকুমার মাহাতো, অমর চক্রবর্তী, মসজিদের ইমাম মাওলানা আফসার আলী, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান ইমানুর রহমান, সমাজসেবী কাজী আতিয়ার রহমান, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাদশা মিদদে, সমাজ সেবী গৌতম রায় প্রমুখ।
সমগ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিজয় তেয়ারীর পুত্র মুন্না তেয়ারী।

তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১২ টি বেড থাকলেও এখন তালাবন্দি, নিজেই এখন রোগী

অভিজিৎ হাজরা ● হাওড়া
আপনজন: বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছ , চারিদিকে আগাছা আর জঙ্গলে ছেয়ে গেছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মদের খালি ও ভাঙা বোতল, পলিথিনের প্যাকেট, পানীয় জলের খালি প্লাস্টিকের বোতল, খাবারের খালি বাক্স। প্রায় প্রত্যহ ই বিষাক্ত সাপ ও বিছের দেখা মিলছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। বিষাক্ত সাপ, বিছে ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গের কামড়ের আতঙ্কে আছেন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করতে আসা রোগী , রোগীর আত্মীয় স্বজন থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মীরা। স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিজেই এখন রোগী। এমন ই চিত্র দেখা গেল গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা তথা উলুবেড়িয়া ২ নং ব্লকের তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র এ । আগের চিত্রটা শুধুই নয়, এর পাশাপাশি পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীর অভাবে ভেঙে পড়েছে সমগ্র চিকিৎসা পরিষেবাই।
জানা যায়, তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে শুধুমাত্র তুলসীবেড়িয়া গ্রামের মানুষ ই নয় ,পাশ্ববর্তী ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের

মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার উপর নির্ভরশীল।কারণ এই এলাকায় আর কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যহ সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত রোগীদের ভিড় লেগে থাকত। চিকিৎসকরা ও স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রত্যহ আসতেন, থাকতেন। যা এখন অতীত। বর্তমানে এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী নেই।হাতে গোনা কয়েকজন স্বাস্থ্য কর্মী থাকলেও চিকিৎসক মাত্র একজন। তিনি আবার প্রত্যহ আসেন না। স্বাস্থ্য কর্মীরাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা রোগীদের চিকিৎসা করে। গ্রামবাসীরা অভিযোগের সুরে বলেন, " রাজ্যের বাম শাসন ক্ষমতা চলে যাওয়ার প্রায় ২ বছর আগে পর্যন্ত এই তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা রমরমিয়ে চলত। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী ছিল। ঔষধ ও পাওয়া যেত। নানান জটিল রোগের ও চিকিৎসা পাওয়া যেত। গত ১৪ থেকে ১৫ বছরে আস্তে আস্তে এটি বেহাল হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চারিদিকে বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছ, আগাছা আর জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা। একজন চিকিৎসক আছেন। তিনি আবার প্রত্যহ আসেন না। তাঁর ইচ্ছামত সময়ে,ইচ্ছামত দিনে আসেন। কয়েক ঘন্টা থেকেই চলে যান সব রোগী না দেখেই। মাত্র একজন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী আছেন।ঔষধ এখানে ঠিকমতো পাওয়া যায় না।যে কারণে দূরবর্তী চন্ডিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উপর তুলসীবেড়িয়া ছাড়াও পাশ্ববর্তী ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের বাসিন্দাদের ভরসা করতে হয়। তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০ থেকে ১২ টি বেড থাকলেও বর্তমানে তা তালাবন্দি অবস্থায় পড়ে আছে। স্থানীয় বাসিন্দা রামচন্দ্র কোলে বলেন, ১৪ থেকে ১৫ বছর আগে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যহ পর্যাপ্ত চিকিৎসক, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী থাকতো। তারা প্রত্যহ ডিউটি করতেন। তুলসীবেড়িয়া গ্রাম ছাড়া পাশ্ববর্তী ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আসতেন। এখন সে সব ই অতীত কথা। বর্তমানে কিছুই হয় না বললেই চলে। চিকিৎসক প্রত্যহ না আসায় কম্পাউন্ডার ই রোগীর চিকিৎসা করে ঔষধ দেন।
মাদক দ্রব্য বর্জন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এর দেশব্যাপী আন্দোলনকারী সমাজকর্মী কল্যাণী পালুই এই প্রসঙ্গে বলেন, তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র আমাদের লজ্জা। আগে দিনের বেলাতে তো বটেই রাতের দিকেও চিকিৎসক, নার্স থাকতেন। চিকিৎসা পরিষেবা সব সময়ই পাওয়া যেত।এখন চিকিৎসক , নার্স, ঔষধ পাওয়া যায় না। এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মী পম্পিতা মন্ডল বলেন, এ চিকিৎসা পরিষেবার নানান সমস্যা আছে। তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন উলুবেড়িয়া ২ নং ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পৌলমী প্রধান।
তিনি বলেন, এক বছরে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ৫ জন চিকিৎসককে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কারণের জন্য একজন চিকিৎসক দিয়ে তুলসীবেড়িয়া ও বৃন্দাবনপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালাতে হচ্ছে।
তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছ, আগাছা আর জঙ্গল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, " স্থানীয় তুলসীবেড়িয়া পঞ্চায়েত এর কর্মকর্তাদের বিষয়টি দেখার জন্য বলা হয়েছে " ।
তুলসীবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহসিন মোল্লা এই প্রসঙ্গে বলেন," খুব শীঘ্রই তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

রাজস্ব বিভাগের বোর্ডে অন্য জেলার পিনকোড চরম বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান
আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে জেলার সরকারী দপ্তরের বোর্ডে প্রতিবেশী জেলার পিন কোড ছড়াচ্ছে বিভ্রান্তি। পড়শি জেলার পিন কোড নাম্বার জ্বলজ্বল করছে পূর্ব বর্ধমান জেলার সরকারী দপ্তরের গ্লোসাইন বোর্ডে ! তাকে ঘিরেই শুরু বিভ্রান্তি । পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের জামালপুরে রয়েছে সাবরেজিস্ট্রার অফিস ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে সেচ দপ্তরের কার্যালয়, রয়েছে জামালপুর থানা। এমনকি সাব রেজিস্ট্রার অফিসের উপর তলায় রয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগের দপ্তর । সেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দপ্তরের গ্লোসাইন বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে বাঁকুড়া জেলার পিন কোড নম্বর ৭১৩৫১৩ অথচ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের পিন কোড নম্বর ৭১৩৪০৮! অনেকেরই প্রশ্ন বাঁকুড়া জেলার পিন কোড নম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলার সরকারী দপ্তরে কেন ? দিনের পর দিন এই বোর্ড ই রয়েছে জামালপুরের সাব রেজিস্ট্রার অফিসের সামনে !

ক্যান্সার রোগীদের আস্থা অর্জন করে চলেছেন ডোমকলের আশিকুল

বিশেষ প্রতিবেদক ● ডোমকল
আপনজন: ক্যান্সার চিকিৎসায় রোগীদের কাছে ভরসা ও আস্থার নিউট্রিশনাল চিকিৎসক হয়ে উঠেছেন ডোমকলের অনকোলজিক্যাল নিউট্রিশানিস্ট ও ডায়াটিশিয়ান এ আলম বিশ্বাস। বিভিন্ন জায়গার ক্যান্সার রোগীরামনের আতঙ্ক দূর করতে ও নিউট্রিশনাল পরামর্শ পেতে ছুটে আসছেন তাঁর কাছে।
ক্যান্সার রোগীদের খুব কম খরচে সেবা করার দাবি জানিয়ে এ আলম বিশ্বাস বলেন, কেমোথেরাপি বা কেমো নিতে নিতে একটা সময় আসে যখন কেমো কিংবা ঔষধ আর কাজ করে না,যাকে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট বা এমডিআর বলে। এই এমডিআরকে প্রতিহত করে পুনরায় কেমো চালু করার ক্ষমতা রাখে কিছু প্রাকৃতিক কম্পাউন্ড যেমন কারকিউমিন,কোয়ারসেটিন,ইজিসিজি,রেসভেরাট্রল, ইলাজিক এসিড ইত্যাদি।
বেশিরভাগ কেমোথেরাপি ড্রাগের কারসিনোজেনিক প্রপার্টি রয়েছে, তারা নিজেরাই রোগীর দেহে ইনফ্লেমেশন ও ফ্রি র‍্যাডিকল তৈরি করে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।সেজন্য অনেক সময় দেখা যায় রোগী কেমো নিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছু প্রাকৃতিক কম্পাউন্ড রয়েছে যারা কেমো নেবার সময়ে কেমোথেরাপির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রোগীর শরীরকে রক্ষা করে। গবেষণায়

দেখা গেছে, কেমোথেরাপি, রেডিয়েশনের পাশাপাশি রোগীকে যদি কিছু ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট যৌথভাবে দেওয়া হয় তবে থেরাপি অনেক ভালো কাজ করে।
আশিকুল অলমের মতে, যেসব রোগী কেমো নেবার আগে অনকোলজিক্যাল নিউট্রিশানিস্টের পরামর্শমতো খাবার ও সাপ্লিমেন্ট খান, তাদের কেমো নিতে অসুবিধা হয় না।অথচ যারা সঠিকভাবে নিউট্রিশন পান না তারা কেমো নিতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। অনেকে কেমো নিতে পারেন না অথবা কেমো নিয়ে আসার পর শরীরিক অবনতি হয়, এমনকি অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়।
আশিকুল আলম আরও জানান, ক্যান্সার রোগীদের ডায়েট নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমেরিকা, ইংল্যান্ড সহ উন্নত দেশগুলোর ক্যান্সার সংক্রান্ত গবেষক, ডাক্তারদের লেখা বই ও রিসার্চ জার্ণাল পড়ে গবেষণা লব্ধ একটি আন্তর্জাতিক গাইডলাইন তৈরি করে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করে খুব ভালো ফল পাচ্ছেন।

আকড়া স্টেশন রোড এখন হয়ে উঠেছে মরণ ফাঁদ

হাসান লস্কর ● মহেশতলা
আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মহেশতলার আকড়া স্টেশন যাবার একমাত্র রাস্তা ডাকঘর থেকে আকড়া স্টেশন পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তার ধারে নিকাশী নালার ও বেহাল অবস্থার কারণে রাস্তার উপরেই উঠে থাকে হাঁটু সমান জল এর জেরে ক্ষতি হচ্ছে পিছের রাস্তা । রাস্তায় বড় বড় গর্ত জমে রয়েছে জল,আর তাতেই ঘটছে ছোট থেকে বড় দুর্ঘটনা। চরম দুর্ভোগে গাড়ি চালক থেকে সাধারণ পথ চলতি মানুষ ও সাধারণ বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ তিন মাস পার হয়ে গিয়েছে এমনি রূপ। একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বেহাল দশা প্রশাসনের আধিকারিকদের জানিয়েও কোন ফল হয়নি। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যেতে হচ্ছে গাড়ি চালক থেকে সাধারণ মানুষদের চরম দুর্ভোগ। এই দুর্ভোগ থেকে কবে রেহাই পাবে সেই দিকে নজর আকড়াবাসীর।

ডেঙ্গু-প্লাস্টিক সচেতনতায় পথে মুর্শিদাবাদ পুরসভা

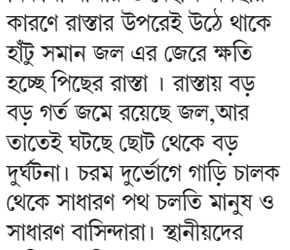

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ
আপনজন: জেলার ডেঙ্গু মুক্ত পুরসভা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে মুর্শিদাবাদ পুরসভা। এবার ডেঙ্গু ও প্লাস্টিক সচেতনতার বার্তায় পথে নামল মুর্শিদাবাদ পুরসভা।
মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ পুরসভা ভবন থেকে একটি পদযাত্রা বের করা হয়। লালবাগ পাঁচরাহা বাজার, আস্তাবল ট্রাফিক মোড় হয়ে লালবাগ মহকুমা অফিসের সামনে শেষ হয় সেই পদযাত্রা। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন লালবাগের মহকুমা শাসক ড. বনমালী রায়, মুর্শিদাবাদ পুরসভার পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর, লালবাগ মহকুমা হাসপাতালের সুপার সুদীপ সরকার, মুর্শিদাবাদ থানার আধিকারিক সনৎ দাস সহ পৌরসভার কাউন্সিলররা। পুরসভার ডেঙ্গু বিজয় বাহিনীর কর্মী সহ পুরসভার অন্যান্য কর্মী, আশা কর্মী, স্বাস্থ্য কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন পদযাত্রায়।

জলঙ্গির ঘোষপাড়ায় রাস্তায় পড়ে থেকে চাঁদি কুড়োনোর হুড়োহুড়ি!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলঙ্গি
আপনজন: জলঙ্গীর ঘোষপাড়ায় চাঁদি কুড়োনোর হুড়োহুড়ি। একেবারে রাস্তার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চাঁদির দানা। এইরকম ভাবে চাঁদির দানা চোখের সামনে দেখতে পেলে কেই বা কুড়োতে না চান বলুন। মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ রাস্তার মধ্যে চাঁদির দানা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরেই মুখে মুখে সেই খবর জানাজানি হতেই চাঁদি কুড়োনোর হুড়োহুড়ি লেগে যায়। আট থেকে আশি সকলেই কুড়োতে থাকেন চাঁদির দানা। কে বেশি করে চাঁদির দানা কুড়োতে পারে সেই প্রতিযোগীতায় নামে সকলে। সেই ছবি মোবাইল বন্দী করতে পুরোপুরি পড়ে যায় সাধারণ মানুষের। পথ চলতি মানুষও চাঁদি কুড়োতে নেমে পড়েন। কেও কেও বলছেন আকাশ থেকে চাঁদি পড়েছে। জলঙ্গীর ঘোষপাড়া এলাকায় এভাবেই চাঁদির দানা কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অনেকেই হাত ভর্তি করে চাঁদির দানা কুড়িয়ে ফেলেন। ঘটনার পর ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মোটর সাইকেল চালক,টোটো চালক,সাইকেল আরোহী কেউই বাদ গেল না। তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় বর্ডার পেরিয়ে পাচার হয় চাঁদির দানা। কোন পাচারকারী সেই চাঁদির দানা নিয়ে যাওয়ার সময় কোন ভাবে সেটা রাস্তার ওপর ছড়িয়ে,ছিটিয়ে পড়ে। আর সেগুলো সাধারণ মানুষের চোখে পড়তেই চাঁদি কুড়োতে হুড়োহুড়ি লেগে যায়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থ হয়ে যায় পুলিশ।

দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ,গুরুতর জখম ২

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং
আপনজন: দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন ২ বাইক চালক।মঙ্গলবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং-গোলাবাড়ি রোডের বাবলাতলা এলাকায়।গুরুতর জখম দুই বাইক চালকের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক।তারা কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর ২ ব্লকের বকুলতলা থানার অন্তর্গত জীবনমন্ডলের হাট এলাকার যুবক সুজিত নস্কর এদিন বিকালে বাইক চালিয়ে ক্যানিং থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় বাবলাতলা এলাকায় অপর দিক থেকে বাইক চালিয়ে আসছিলেন ক্যানিং দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের কাঠপোলের বাসিন্দা যুবক কালিদাস হালদার। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
ঘটনাস্থলে দুই বাইক চালক গুরুতর জখম হয়।রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে চিৎকার করছিলেন। সেই মুহূর্তে প্রত্যক্ষদর্শী অটোচালক

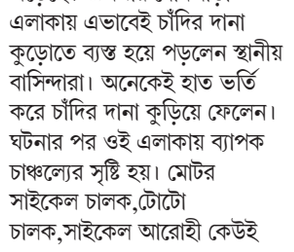

গণেশ নস্কর তাঁর অটো থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। তড়িঘড়ি ওই দুই যুবক কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দৌড়ে হাসপাতালে দৌড়ে আসে ক্যানিং ট্রাফিক ওসি স্বপন দাস ও ক্যানিং থানার পুলিশ অফিসার সুমন ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী হাসপাতালে হাজীর হয়। অপর দিকে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর শুনে হাসপাতালে হাজীর হন দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়।
পুলিশ প্রশাসন ও পঞ্চায়েত প্রধান ওই দুই যুবকের চিকিৎসার জন্য তৎপর হয়ে তাঁদেরকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাংলাদেশে পাচারের আগে হেরোইন সহ ধৃত কারবারি

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ
আপনজন: আবারো পাচারের আগে হেরোইন সহ গ্রেপ্তার এক কারবারী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার গভীর রাতে লালগোলা থানার আটরসিয়া এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ।
সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালালে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৫০০ গ্রাম হেরোইন। যার বাজার মূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা। ধৃত হেরোইন কারবারীর নাম শহিদুল ইসলাম, তার বাড়ি লালগোলা থানার সিসা রমজানপুর এলাকায়। ধৃতের আগেও তিনবার মাদক মামলায় হাজতবাস হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ড. উত্তম গড়াই বলেন, 'প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কয়েকজনের নাম জানা গিয়েছে। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে ওই হেরোইন নিয়ে যাচ্ছিল সে। তাকে হেফাজতে নিয়ে আর কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্ত হবে।'
সোমবার ধৃতকে বহরমপুরে মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

যান্ত্রিক ত্রুটি, বিপত্তি হাওড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া
আপনজন: যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিপত্তি হাওড়া আমতা লোকালে। এর জেরে মঙ্গলবার সকালে সাময়িক বিপাকে পড়েন ওই লোকালের যাত্রীরা। পরে ওই লোকালের যাত্রীদের পরবর্তী ট্রেনে হাওড়ায় আনা হয়। এদিকে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিকল হওয়া ট্রেনটি বাঁকড়া নয়াবাজ স্টেশনে মেরামত করা হয় বলে জানা গেছে। এই মুহূর্তে হাওড়া আমতা লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি
আপনজন: হুগলি জেলার পুরশুড়ায় আরামবাগ খানাকুল গোঘাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যা প্লাবিত হওয়ায় মন্ত্রী থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনের আধিকারিক সকলেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির সেখানে খোঁজ-খবর নেওয়া মানুষের কি সুবিধা অসুবিধা সরেজমিনে গিয়ে দেখেন।এদিন উপস্থিত ছিলেন বন্যা পরিস্থিতির নোডাল অফিসার ঔষ্কার সিং মিনা, বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়, সাংসদ মিতালী বাগ, হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্য, হুগলি জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া,জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি আলহাজ্ব শেখ মেহেবুব রহমান ও এস,পি কামানাশিষ সেন সহ এস,ডিপিও ও বিডিও দের এবং জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক হয় এবং বিগত কয়েকদিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, অতিরিক্ত জলোচ্ছ্বাসে গৃহহীন বহু মানুষদের হাতে কিছু খাবার সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। বন্যা কবলিত এলাকাসহ বাঁধ পরিদর্শন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — **১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ**

- মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা
- বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা)
- মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে
- ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

- মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012

আব্দুল ফারাদ 7003187312

সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

Since 2011

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি

পাউডার কোটেড

RIMEX

We Make Furniture For Needs

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন

৯৭৩২৮৮০১১০

rimexsteelandironofficial@gmail.com

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা

নাবাবীয়া মিশন

প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক

মাইনান, খানাকুল, হুগলি

বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)

সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)

সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা (M- CAT) পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।

ফর্ম নেওয়া ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৫/০৯/২০২৪

পরীক্ষার তারিখ - ২৯/০৯/২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা

ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস

Email id - nababiamission786@gmail

Mob. 9732381000, 9732086786

ইংরেজি

1. **Select the correct sentence :**
   (a) Ambani has the entire monopoly of the trade ☐ (b) Ambani has a monopoly of the trade ☐
   (c) Ambani has the whole monopoly of the trade ☐ (d) Ambani has a total monopoly of the trade ☐
2. **The receptionist said, "Well, what can I do for you?" —The indirect form of this sentence is—**
   (a) The receptionist asked well, what could she do for him/her. ☐
   (b) The receptionist asked what can she do for him/her. ☐
   (c) The receptionist wanted to know what she could do for him/her. ☐
   (d) The receptionist asked what could I do for you. ☐
3. **The boy resembles his mother— The correct Phrasal verb of the underlined word is —**
   (a) looks after ☐ (b) looks down upon ☐
   (c) takes after ☐ (d) take after ☐
4. **The war (2022) between Russia & Ukraine caused a great exodus of Ukrainians. — The opposite of exodus is—**
   (a) parodos ☐ (b) exit ☐
   (c) expel ☐ (d) entrance ☐
5. **The boy was punished for breaking a chair—The underlined part of the sentence in an example of—**
   (a) participle ☐ (b) Gerunal ☐
   (c) Transitive verb ☐ (d) Infinitive ☐
6. **He dealt _____ equal justice to all. The appropriate preposition here is —**
   (a) in ☐ (b) to ☐ (c) of ☐ (d) out ☐
7. **Every rose has a thorn— The negative form of this sentence is—**
   (a) No nose has a thorn ☐ (b) There is no rose without a thorn ☐
   (c) Every hose in thornless ☐ (d) Each of these roses has a thorn ☐
8. **I am to buy a book. — The passive form of this sentence is—**
   (a) A book in to be bought by me ☐ (b) A book will be bought by me ☐
   (c) A book should be bought by me ☐ (d) A book was bought by me ☐
9. **The synonyme of connotation is—**
   (a) connection ☐ (b) communication ☐
   (c) overtone ☐ (d) complication ☐
10. **He is one of the best boys in the class.— The positive degree of the line is—**
    (a) Very few boys in the class are so/as good as him ☐
    (b) No other boy in the class is as good as him ☐
    (c) Any other boy in the class is not as good as him ☐
    (d) He is better than other boys in the class ☐

গণিত

1. একটি জিনিসের বিক্রয়মূল্য এবং ক্রয়মূল্যের অনুপাত 20 : 21 হলে, বিক্রয়মূল্যের ওপর লাভ/ক্ষতির শতাংশ হল—
   (a) 5% ☐ (b) 5.5% ☐
   (c) 6% ☐ (d) 6.25% ☐
2. একটি যৌথ ব্যবসায়ে চার বন্ধুর মূলধন-এর অনুপাত 1/2 : 1/3 : 1/4 : 1/5, বছর শেষে হিসেব করে দেখা গেল সামান্য পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। কার ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক?
   (a) প্রথম বন্ধুর ☐ (b) দ্বিতীয় বন্ধুর ☐
   (c) তৃতীয় বন্ধুর ☐ (d) চতুর্থ বন্ধুর ☐
3. আমরা জানি, একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি 180°, চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি 360°। একটি ষড়ভুজের ছটি কোণের সমষ্টি হল—
   (a) 720° ☐ (b) 600° ☐
   (c) 540° ☐ (d) 450প্র ☐
4. একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি হল—
   (a) 520° ☐ (b) 400° ☐
   (c) 360° ☐ (d) 180° ☐
5. একটি সামতলিক ক্ষেত্রে চারটি রশ্মি একটি সাধারণ বিন্দুতে মিলিত হওয়ার পর আর যতগুলি বিন্দুতে মিলিত হতে পারবে—
   (a) একটি বিন্দুতে ☐ (b) একটিও বিন্দুতে না ☐
   (c) দুটি বিন্দুতে ☐ (d) অসংখ্য বিন্দুতে ☐
6. একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট পরিধির ক'টি বৃত্ত আঁকা সম্ভব?
   (a) কেবলমাত্র একটি ☐ (b) কেবলমাত্র দুটি ☐
   (c) অসংখ্য ☐ (d) ওপরের কোনটিই নয় ☐
7. একটি বইয়ের বাম এবং ডান পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা নম্বরের বর্গের যোগফল 481, পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি হল—
   (a) 11, 12 ☐ (b) 12, 13 ☐
   (c) 15, 16 ☐ (d) 17, 18 ☐
8. কোনো বিন্দুর কোটি 3 ও (5, 3) বিন্দুটির দূরত্ব 4 একক হলে ভুজ কত?
   (a) (1, 3) বা (9, 3) ☐ (b) (4, 3) বা (8, 3) ☐
   (c) (5, 3) বা (6, 3) ☐ (d) (2, 3) বা (6, 3) ☐
9. একটি বর্গক্ষেত্রের পরিবৃত্ত এবং অন্তর্বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত?
   (a) 1 : 1 ☐ (b) 2 : 1 ☐
   (c) 2 : 3 ☐ (d) 3 : 2 ☐
10. একটি বর্গক্ষেত্রে অন্তর্লিখিত একটি বৃত্ত আছে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ r একক হলে, বৃত্ত ও বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে
    (a) $\pi : 4$ ☐ (b) $3\pi : 4$ ☐
    (c) $5\pi : 4$ ☐ (d) $7\pi : 4$ ☐

সাধারণ জ্ঞান

1. সাধারণভাবে আমাদের জমিতে এক কেজি ধান উৎপাদনে জলের প্রয়োজন হয়—
   (a) 100-1000 লিটার ☐ (b) 1000-2000 লিটার ☐
   (c) 2000-3000 লিটার ☐ (d) 4000-5000 লিটার ☐
2. ভিটামিন সি এর অভাবে নিচের কোন রোগ হয়?
   (a) স্কার্ভি ☐ (b) মাড়ির রক্তপাত ☐
   (c) দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ☐ (d) উপরের সবক'টি ☐
3. 'হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' এর রচয়িতা কে?
   (a) বিক্রম শেঠ ☐ (b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ☐
   (c) অরবিন্দ আদিগৌ ☐ (d) উপরের কোনটিই নয় ☐
4. যখন আমরা চোখ দিয়ে দেখি, তখন রেটিনাতে বস্তুর যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়, তা হল—
   (a) সদ, খর্বকৃতি ☐ (b) অসদ, খর্বাকৃতি ☐
   (c) অসদ, বিবর্ধিত ☐ (d) সদ, বিবর্ধিত ☐
5. অ্যান্টি-পাইরেটিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়—
   (a) সর্দি কমাতে ☐ (b) কাশি কমাতে ☐
   (c) জ্বর কমাতে ☐ (d) চুল পড়ে যাওয়া কমাতে ☐
6. "তুম মুঝে খুন দো, ম্যায় তুমে আজাদি দুঙ্গা' বলেছিলেন—
   (a) ক্ষুদিরাম বসু ☐ (b) ভগত সিং ☐
   (c) নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ☐ (d) মঙ্গল পান্ডে ☐
7. নিচের কোনটির মূল উদ্ভিজ্জ?
   (a) গাজর ☐ (b) কাসাভা ☐
   (c) পেঁয়াজ ☐ (d) উপরের সবগুলো ☐
8. যে শহর দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার নামে পরিচিত—
   (a) কোয়েম্বাটোর ☐ (b) চেন্নাই ☐
   (c) মাদুরাই ☐ (d) মাইসুরু ☐
9. ভারতের যে রাজ্যটি 'সিলিকন স্টেট' নামে পরিচিতি—
   (a) মহারাষ্ট্র ☐ (b) কর্ণাটক ☐
   (c) বিহার ☐ (d) ঝাড়খণ্ড ☐
10. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে মেরুজ্যোতি দেখা যায়—
    (a) ট্রপোস্পিয়ার ☐ (b) স্ট্রাটোস্ফিয়ার ☐
    (c) মেসোস্ফিয়ার ☐ (d) থার্মোস্ফিয়ার ☐

মেধা অন্বেষণ ২০২৪

৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য

বিশেষ সহযোগিতায়

অনুসন্ধান কলকাতা ও বেস এডুকেশনাল হাব

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুর যথাযথ বিকাশে তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ - মেধার উন্মেষ, দক্ষতা নির্ণয় ও সুস্থ প্রতিযোগিতা। এদিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত বর্গের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেস এডুকেশনাল হাব আয়োজন করেছে ট্যালেন্ট সার্চ ২০২৪ প্রতিযোগিতা। চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য। অনুসন্ধান কলকাতার সহায়তায়। ট্যালেন্ট সার্চ-এর প্রশ্নপত্র কেমন হয় এবং তা নিয়মিত অনুশীলনের জন্য প্রতি সপ্তাহে অংশ বিশেষ প্রকাশিত হবে প্রতি সোমবার আপনজনের 'স্টাডি পয়েন্ট' বিভাগে। এগুলি সংগ্রহে রেখো, প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী

দশম শ্রেণী

বিজ্ঞান

1. Cl (ক্লোরিন) আয়নে উপস্থিত ঋণাত্মক তড়িৎ আধানযুক্ত কণার সংখ্যা কত?
   (a) 17 ☐ (b) 1 ☐
   (c) 7 ☐ (d) 18 ☐
2. একটি গ্যাসের উষ্ণতা 30°C উষ্ণতা থেকে 17°C উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে গ্যাসটির অন্তিম উষ্ণতা হবে?
   (a) 273K ☐ (b) 290K ☐
   (c) 300K ☐ (d) 320K ☐
3. 4 ওহম রোধের একটি পরিবাহী তারকে সমান দুই টুকরো করে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করলে তুল্য রোধ হবে—
   (a) 2 ওহম ☐ (b) 4 ওহম ☐
   (c) $\frac{1}{2}$ ওহম ☐ (d) 1 ওহম ☐
4. তোমার বাড়ির মুখ দেখার বর্গাকার সমতল দর্পণটির একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 10 cm হলে দর্পণটির ফোকাস দৈর্ঘ্য হবে—
   (a) 5 cm ☐ (b) 2 cm ☐
   (c) 10 cm ☐ (d) অসীম ☐
5. একটি বৈদ্যুতিক মোটরের আর্মেচারের তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ পরিবর্তন করতে আর্মেচারটির আবর্তন করতে হয়—
   (a) 2 বার ☐ (b) 1 বার ☐
   (c) 4 বার ☐ (d) অর্ধেক ☐
6. তোমাদের বাড়িতে হালকা নীল রঙের যে তড়িৎ পরিবাহী তারটি ব্যবহার করা হয় সেটি কী তার?
   (a) লাইভ তার ☐ (b) নিউট্রাল তার ☐
   (c) আর্থ তার ☐ (d) কোনোটিই নয় ☐
7. বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক মিটার লাগানো হয় সেটির মাধ্যমে কী পরিমাপ করা হয়?
   (a) শক্তি ☐ (b) ক্ষমতা ☐
   (c) প্রবাহমাত্রা ☐ (d) আধান ☐
8. Na^+, F^-, O^{-2}, N^{-3} আয়নগুলির মধ্যে রয়েছে আকারে সবথেকে ছোটো আয়নটি হল—
   (a) Na^+ ☐ (b) F^- ☐
   (c) O^{2-} ☐ (d) N^{3-} ☐
9. কোন জামাটি তুলনামূলক সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান থেকে দেখতে পাওয়া যাবে?
   (a) সবুজ জামা ☐ (b) নীল জামা ☐
   (c) কমলা জামা ☐ (d) আকাশী জামা ☐
10. কোন ঋতুতে মোটরগাড়ির চাকা ফোলাতে সব থেকে বেশি পরিমাণ বায়ু লাগে?
    (a) শীতকাল ☐ (b) বর্ষাকাল ☐
    (c) গ্রীষ্মকাল ☐ (d) বসন্তকাল ☐
11. শুষ্ক বরফ তৈরি করা হয়—
    (a) জল থেকে ☐ (b) বায়ু থেকে ☐
    (c) অক্সিজেন থেকে ☐ (d) CO_2 থেকে ☐
12. যে বলটি না থাকলে আমরা হাঁটতে পারতাম না—
    (a) ঘর্ষণ বল ☐ (b) চৌম্বক বল ☐
    (c) তড়িৎ বল ☐ (d) মহাকর্ষ বল ☐
13. একটি টেস্টটিউবে সামান্য পরিমাণ জিংক এবং লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মেশালে— একটি গ্যাস শব্দ করে নীল শিখায় জ্বলে উঠে নিভে যায়। গ্যাসটি হল—
    (a) অক্সিজেন ☐ (b) হাইড্রোজেন ☐
    (c) নাইট্রোজেন ☐ (d) কার্বন ডাই অক্সাইড ☐
14. ঠান্ডা জলের সঙ্গে যাকে বিক্রিয়া ঘটালে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়—
    (a) লোহা ☐ (b) অ্যালুমিনিয়াম ☐
    (c) সোডিয়াম ☐ (d) তামা ☐
15. পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ, বিশ্ব উষ্ণায়ন। এর ফলে—
    (a) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা সমান্তরাল হচ্ছে ☐ (b) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা কমে যাচ্ছে ☐
    (c) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ☐ (d) সমুদ্র পৃষ্ঠে কোনো পরিবর্তন হবে না ☐
16. সাধারণ ঘরের তাপমাত্রায় যে ধাতু তরল অবস্থায় দেখা যায়—
    (a) জল ☐ (b) বরফ ☐
    (c) পারদ ☐ (d) লোহা ☐
17. একটি বন্ধ ঘরে একটি চালু ফ্রিজের দরজা খুলে রাখলে ঘরের তাপমাত্রা—
    (a) 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে ☐ (b) বাড়বে ☐
    (c) কমবে ☐ (d) অপরিবর্তিত থাকবে ☐
18. শূন্যস্থান পূরণ: ___X, ___CHR, ___Y___ACTH___Z এখানে X, Y, Z অংশগুলো চিহ্নিত করো—
    (a) হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি গ্রন্থি, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ☐
    (b) পিটুইটারি গ্রন্থি, অগ্নাশয়, অ্যাড্রেনাল ☐
    (c) হাইপোথ্যালামাস, থাইরয়েড, পিটুইটারি ☐
    (d) হাইপোথ্যালামাস, অগ্নাশয়, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ☐
19. কোশচক্রের Quiescent stage (নিষ্ক্রিয় দশা) হল—
    (a) G_0 ☐ (b) G_1 ☐
    (c) S ☐ (d) G_2 ☐
20. প্রথম জোড়টির সম্পর্ক দেখে দ্বিতীয়টির শূন্য স্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও— মাইটোসিস : মিয়োসিস :: 2n : ?
    (a) n ☐ (b) 2n ☐
    (c) 3n ☐ (d) 4n ☐

রিজনিং

1. নীচের সিরিজটাতে '?' স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?
   $\frac{2}{5}$ $\frac{6}{13}$ $\frac{8}{?}$ $\frac{12}{25}$ $\frac{17}{35}$
   (a) 17 ☐ (b) 27 ☐ (c) 35 ☐ (d) 41 ☐
2. নীচে দেওয়া শব্দগুলির মধ্যে অক্ষরগুলিকে সাজিয়ে বিজোড় শব্দটি খুঁজে বের করো।
   (a) FLOW ☐ (b) ILNO ☐
   (c) ERTIG ☐ (d) WCO ☐
3. যদি পয়সা : টাকা :: ? : কিলোমিটার
   (a) মিটার ☐ (b) হেক্টামিটার ☐
   (c) কুইন্টাল ☐ (d) ডেকামিটার ☐
4. P যদি Q এর ভাই হয় এবং Q, R এর মেয়ে হয়, তাহলে P কীভাবে R এর সাথে সম্পর্কিত?
   (a) কাকা ☐ (b) পিতা ☐
   (c) ভাগ্নে ☐ (d) ভাই ☐
5. শূন্যস্থান পূরণ : 139 : 228 :: 122 : 211 :: 2 : ?
   (a) 91 ☐ (b) 198 ☐
   (c) 89 ☐ (d) 189 ☐
6. সাহিল অক্ষিতার বাবা এবং রাজ রুহির ছেলে। আমান সাহিলের ভাই। অক্ষিতা যদি রাজের বোন হয়, তাহলে আমানের সঙ্গে রুহির সম্পর্ক কেমন?
   (a) কন্যা ☐ (b) মা ☐
   (c) ভাই-এর স্ত্রী ☐ (d) ভাই ☐
7. পাঁচ বন্ধু— A, B, C, D এবং E-একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। A হল B এর বিপরীত, C, B এর পাশে, D, A এবং E এর মধ্যে। C এর বিপরীতে কে বসে আছে?
   (a) A ☐ (b) B ☐ (c) D ☐ (d) E ☐
8. সন্ধ্যে 6:15 এ, ঘড়ির ঘণ্টা এবং মিনিটের কাঁটার মধ্যে কোণ কত হবে?
   (a) 45 ডিগ্রি ☐ (b) 90 ডিগ্রি ☐
   (c) 97.5 ডিগ্রি ☐ (d) 105 ডিগ্রি ☐
9. আপনি দলের অধিনায়ক এবং আপনার দল বাস্কেটবল খেলায় মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি থাকতে এক পয়েন্ট পিছিয়ে আছে। আপনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন?
   (a) একটি তিন-পয়েন্ট শট চেষ্টা করুন ☐ (b) একটি দুই-পয়েন্ট শটে যান ☐
   (c) একটি সতীর্থের কাছে বল পাস করুন ☐ (d) একটি টাইমআউট কল করুন ☐
10. পাঁচ বন্ধু A, B, C, D এবং E-একটি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। A হল B এর বাম দিকে, এবং C হল B এর ডানদিকে। মাঝখানে কে আছে?
    (a) A ☐ (b) B ☐ (c) C ☐ (d) D ☐

উত্তর

ইংরেজি — 1 (b), 2 (c), 3 (c), 4 (a), 5 (b), 6 (d), 7 (b), 8 (a), 9 (c), 10 (d) **গণিত** — 1 (a), 2 (a), 3 (a), 4 (c), 5 (b), 6 (a), 7 (b), 8 (a), 9 (b), 10 (a) **সাধারণ জ্ঞান** — 1 (d), 2 (d), 3 (d), 4 (a), 5 (a), 6 (c), 7 (d), 8 (a), 9 (b), 10 (d) **বিজ্ঞান** — 1 (d), 2 (d), 3 (d), 4 (d), 5 (d), 6 (b), 7 (a), 8 (b), 9 (c), 10 (c) 11 (d), 12 (a), 13 (b), 14 (c), 15 (c), 16 (c), 17 (b), 18 (a), 19 (a), 20 (a) **রিজনিং** — 1 (a), 2 (d), 3 (c), 4 (d), 5 (c), 6 (c), 7 (a), 8 (c), 9 (a), 10 (b)

প্যারিস অলিম্পিক ফুটবল

সোনার লড়াই ফ্রান্স-স্পেনের

আপনজন ডেস্ক: মিসরকে ৩-১ গোল হারিয়ে অলিম্পিক ফুটবলে ফাইনালে উঠেছে স্বাগতিক ফ্রান্স। পিছিয়ে পড়েও জন ফিলিপ্পে মাতেতার জোড়া গোল ও মিশেল ওলিসের গোলে জয় পেয়েছে দলটি। সোনার লড়াইয়ে ফাইনালে তারা খেলবে স্পেনের বিপক্ষে। প্রথম গোল হজম করে হারের শঙ্কায় ছিল থিয়েরি অঁরির ফ্রান্স। ৬২ মিনিটে কাল প্রথম গোল করেন মিসরের মাহমুদ সাবের। তবে ম্যাচের সাত মিনিট বাকি থাকতে ফ্রান্সের হয়ে গোল করে সমতায় ফেরান ক্রিস্টাল প্যালেস স্ট্রাইকার মাতেতা। ওলিসের বাড়ানো বলে গোল করেন তিনি। ম্যাচ যায় অতিরিক্ত সময়ে। এরপর ৯৯ মিনিটে ফ্রান্সের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন মাতেতা। টুর্নামেন্টে মাতেতার গোল এখন চারটি। ওলিস গোল করেন ম্যাচের ১০৮ মিনিটে। সেখানেই ম্যাচের ভাগ্য লেখা হয়ে যায়।
ফ্রান্স ফুটবল দল এর আগে অলিম্পিকে সোনার পদক জিতেছিল ১৯৮৪ সালে। অর্থাৎ ৪০ বছর পর সোনার পদক জেতার সুযোগ ফ্রান্স ফুটবল দলের সামনে। স্পেনও অলিম্পিকে সর্বশেষ সোনার পদক জেতে ৩২ বছর আগে, ১৯৯২ সালে। সর্বশেষ টোকিও অলিম্পিকে তাদের স্বপ্ন ভাঙে ব্রাজিলের কাছে হেরে। আগামী শুক্রবার ফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই দল। মিসর ও মরক্কো খেলবে আগামী বৃহস্পতিবার।

প্যারিস অলিম্পিকে কোভিডে আক্রান্ত অন্তত ৪০ অ্যাথলেট

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) আজ জানিয়েছে, প্যারিস অলিম্পিকে ৪০ জনের বেশি অ্যাথলেট কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ কারণে ডব্লিউএইচও মনে করছে, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বৈশ্বিকভাবে নতুন করে বাড়তে পারে। ডব্লিউএইচও বলেছে, কোভিড-১৯ ভাইরাস এখনো ছড়িয়ে পড়ছে এবং তার প্রতিরোধব্যবস্থায় দেশগুলোর আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন। প্যারিস অলিম্পিকে বেশ কয়েকজন তারকা অ্যাথলেট কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক সাঁতারে রুপা জয়ের পরের দিন কোভিড পরীক্ষায় পজিটিভ হন ব্রিটেনের সাঁতারু অ্যাডাম পিটি। তাঁর দল জানিয়েছে, পিটি শারীরিকভাবে ভালো বোধ করছিলেন না। অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু ল্যানি পলিস্টার অসুস্থতার কারণে মেয়েদের ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। ডব্লিউএইচওর মহামারি ও অতিমারি প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতি দপ্তরের পরিচালক মারিয়া ফন কেরখোভ বলেছেন, ৮৪টি দেশ থেকে পাওয়া তথ্যপঞ্জি অনুযায়ী কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের হার 'গত কয়েক সপ্তাহে বেড়েছে'। ব্রিটিশ সাঁতারু অ্যাডাম পিটি কোভিডে আক্রান্ত হন ব্রিটিশ সাঁতারু অ্যাডাম পিটি কোভিডে আক্রান্ত হনরয়টার্স এসআরএস-কোভ-২ ভাইরাস কোভিডের জন্য দায়ী। মারিয়া আরও বলেন, এসআরএস-কোভ-২ ভাইরাসের বিস্তৃতি যা জানানো হচ্ছে, সে তুলনায় '২ থেকে ২০ গুণ বেড়েছে'। মারিয়া বলেছেন, 'এটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভাইরাস বিবর্তিত হচ্ছে এবং পাল্টাচ্ছে। এ কারণে আমরা সবাই ঝুঁকিতে। কারণ, আরও ভয়ংকর ভাইরাস আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থায় ঢুকে পড়তে পারে।' মারিয়া আরও জানিয়েছেন, কোভিড মহামারিতে আগের ভাইরাস যেমন শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা তৈরি করেছে এবং শীতকালীন মাসগুলোতে বেড়েছে, নতুন করে বিবর্তিত হওয়া ভাইরাসটি তেমন নয়। তিনি এ বিষয়ে বলেছেন, 'মৌসুম যেটাই হোক, সাম্প্রতিক মাসগুলোয় অনেক দেশে কোভিড-১৯ ভাইরাসের উত্থান লক্ষ করা গেছে। এর মধ্যে অলিম্পিকও আছে, যেখানে অন্তত ৪০ জন অ্যাথলেট আক্রান্ত হয়েছেন। অ্যাথলেটদের আক্রান্ত হওয়ায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণটা আমি আগেই বলেছি, ভাইরাস ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।'

বিশ্বরেকর্ড গড়েও বিশ্বাস হচ্ছে না সুইডিশ পোল ভল্টারের

আপনজন ডেস্ক: যেকোনো ইভেন্টে সোনা নিশ্চিত হওয়ার পর অনেক অ্যাথলেটই হয়তো বলবেন ফের শক্তি ক্ষয় করার আর কী প্রয়োজন। যখন সর্বোচ্চ পুরস্কার পাওয়াটা নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছে। তবে আরমান্দ ডুপ্লান্টিস এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সুইডিশ পোল ভল্টারকে এই কাতারে ভাবলে আপনারা ভুল করবেন। প্যারিস অলিম্পিকের পোল ভল্টারে গতকাল ৬ মিটার উচ্চতা পেরিয়ে সোনা নিশ্চিত করেছিলেন ডুপ্লান্টিস। স্বর্ণ নিশ্চিত হলেও তার যেন মন ভরছিল না। তাই ৬.১০ মিটার লাফ দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং তাতে সফলও হলেন। এই সাফল্য তাকে আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলল।
সে এবার ঠিক করল ৬.২৫ মিটার লাফ দেবেন। স্তা দে ফ্রান্সে প্রথম দুইবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু দমিয়ে যেতে চাইলেন না। ডুপ্লান্টিস যেন পণ করেছেন সফল হতেই হবে তাকে। তৃতীয় ও শেষবারের চেষ্টায় ২৪ বছর বয়সী অ্যাথলেট সফলও হলেন। আর তাতে নতুন এক রেকর্ড গড়লেন। নিজের ৬.২৪ মিটারে রেকর্ড ভেঙে নতুন করে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন তিনি। এ বছরের এপ্রিলে শিয়ামেন ডায়মন্ড লিগে রেকর্ডটি গড়ছিলেন তিনি। এ নিয়ে সবমিলিয়ে ৯ বার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ডুপ্লান্টিস। তবে শৈশব থেকেই তার স্বপ্ন ছিল অলিম্পিকে বিশ্বরেকর্ড গড়বেন। তাই তো গতকাল সোনা নিশ্চিত হওয়ার পরও নতুন নতুন ধাপ লাফ দেওয়ার পাগলামি করে গেছেন তিনি। ম্যাচ শেষে নিজের স্বপ্নের কথা নিজেই নিশ্চিত করেছেন, 'আমি আর কী বলতে পারি? অলিম্পিকে বিশ্বরেকর্ড ভাঙলাম, একজন পোল ভল্টারের জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় মঞ্চ। শৈশব থেকেই আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল অলিম্পিকে বিশ্ব রেকর্ড ভাঙা।' লাফ শেষ করে কিভাবে উদযাপন করবেন সেটা যেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না ডুপ্লান্টিস। শূন্য থেকে নিচে পড়েই গ্যালারির দিকে ছুটে গিয়ে উদযাপন শুরু করলেন। সেখানে থাকা অনেকের সঙ্গেই আলিঙ্গন করার আগে বারবার শূন্যে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়ছিলেন। তা দেখে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও হাত তালি দিচ্ছিলেন। ম্যাচ শেষেও নিজের অনুভূতি যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারেননি ডুপ্লান্টিস। সুইডিশ অ্যাথলেট বলেছেন, 'এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না মুহূর্তটা কতটা দারুণ ছিল। এটা এমন বিষয়গুলোর একটি যা আমার কাছে বাস্তব বলে মনে হয় না।'

'অবৈধ' বাড়ির মালিক 'ধনী' মেসিকে 'দায়িত্বশীল' হতে বললেন পরিবেশবাদীরা

আপনজন ডেস্ক: স্পেনের অবকাশ যাপন কেন্দ্র ইবিজা দ্বীপে লিওনেল মেসির বিশাল এক বাড়ি আছে। কিন্তু সেই বাড়ির দেয়ালে পরিবেশবাদীরা স্প্রে দিয়ে স্লোগান লিখে তাঁকে 'ধনী ব্যক্তি' হিসেবে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান। পরিবেশ বিপর্যয়ে ধনাঢ্য মানুষজনেরও যে দায় আছে, সেটিও মনে করে দেওয়া হয়েছে আর্জেন্টাইন তারকাকে। পরিবেশবাদী সংগঠন 'ফুতোরো ভেজেতাল' এক ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যায়, মেসির বাড়ির সামনে দুজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের হাতে ব্যানার। সেখানে লেখা, 'ধরিত্রীকে দয়া করে সাহায্য করুন। ধনাঢ্যরা নিপাত যাক। পুলিশ নিপাত যাক।' এর পরপরই তাঁরা স্প্রে দিয়ে মেসির বাড়ির দেয়ালে লাল ও কালো রং দিয়ে স্লোগান লিখে দেন।
এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, তারা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বোঝাতে চায় যে এই পৃথিবী, এর পরিবেশ বাঁচাতে তাদের বড় ভূমিকা ও দায়িত্ব আছে। ইবিজায় মেসির বাড়িটি 'অবৈধ নির্মাণ' বলে তকমা দিয়েছেন পরিবেশবাদীরা।
ফুতোরো ভেজেতাল বলছে, অক্সফামের ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি, যাঁরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ ২০১৯ সালে যতটা কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী, সেটি পৃথিবীর দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশ কার্বনের সমান।
২০২২ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো মেসি এ মুহূর্তে খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে। খবরে প্রকাশিত হয়, তিনি ভূমধ্যসাগরের সাগরের তীরে বিশাল একটি ম্যানশন কিনেছেন, যেখানে একটি সিনেমা হলও আছে। এটির মোট মূল্য ১২ মিলিয়ন ডলার।
মেসির এই সম্পত্তিতে দলিল-সংক্রান্ত সমস্যা আছে। শুধু সেই ম্যানশনে বাস করার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র আছে। স্প্যানিশ গণমাধ্যম বলছে, সেই ম্যানশনে বেশ কিছু অংশ নির্মাণও নাকি ছিল অবৈধ জায়গার ওপর।
এই ফুতোরো ভেজেতাল ২০২২ সাল থেকে পরিবেশ বিষয়ে নানা আন্দোলন করে আসছে। ২০২২ সালেই এই দল মাদ্রিদের প্রাদো জাদুঘরে স্থাপিত স্প্যানিশ শিল্পী ফ্রানসিসকো দে গয়ার পেইন্টিংয়ে আঠা লাগিয়ে দিয়েছিল।
গত বছর তারা ইবিজাতেই যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ন্যান্সি ওয়ালটন লরির প্রমোদতরিতে স্প্রে দিয়ে প্রতিবাদী স্লোগান লিখে দিয়েছিল। জানুয়ারিতে মাদ্রিদের প্রাদো জাদুঘরের সামনে থেকে এই দলের ২২ সদস্যকে আটক করেছিল স্প্যানিশ পুলিশ।

বাংলাদেশ থেকে বিশ্বকাপ সরানোর চিন্তা করছে আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের তোপের মুখে গতকাল প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন শেখ হাসিনা। এতে করে এখন অন্তবর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্বে দেশ পরিচালনা হবে।
এমন পরিস্থিতে বাংলাদেশে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করা হবে কিনা তা নিয়ে নাকি শঙ্কায় রয়েছে আইসিসি। এমনটিই জানিয়েছে ক্রিকেট ভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো। এ বছরের অক্টোবরে নবম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতির কারণে বিকল্প ভেন্যুর চিন্তা করছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
বিকল্প ভেন্যু হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরা, ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে ভাবছে আইসিসি। আইসিসির এক কর্মকর্তা বলেছেন,'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), তাদের নিরাপত্তা সংস্থা এবং আমাদের স্বাধীন নিরাপত্তা পরামর্শকদের দলকে সঙ্গে নিয়ে ভালোভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে আইসিসি।
অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা এবং ভালো রাখাই আমাদের অগ্রাধিকার।'
১০ দলের টুর্নামেন্টটি আগামী ৩ অক্টোবর শুরু হওয়া কথা। আর পর্দা নামার কথা ২০ অক্টোবর। শেষ পর্যন্ত যদি বাংলাদেশে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপ না হয় তাহলে দ্বিতীয়বারের মতো আইসিসির কোনো টুর্নামেন্ট বিকল্প ভেন্যুতে হবে।
এর আগে করোনা মহামারীর কারণে ২০২১ সালের ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারত থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানে আয়োজন করা হয়েছিল।

অবসর নিয়েও আবারও মাঠে ফিরছেন কার্তিক

আপনজন ডেস্ক: ভারতের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগ এসএ টি-টোয়েন্টিতে খেলতে যাচ্ছেন দীনেশ কার্তিক। ভারতের এই সাবেক উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান খেলবেন পার্ল রয়্যালসের হয়ে। এটি আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের দল। টুর্নামেন্টটি শুরু আগামী ৯ জানুয়ারি।
গত জুনে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন কার্তিক। ভারতের হয়ে ১৮০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা কার্তিক আইপিএলের আগামী দুই মৌসুম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পরামর্শক ও ব্যাটিং কোচ হিসেবেও কাজ করবেন। নিয়মিত ধারাভাষ্যও দেন কার্তিক। বর্তমানে স্কাই স্পোর্টসের হয়ে দ্য হান্ড্রেডে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।
এরই মধ্যে ৩৯ বছর বয়সী কার্তিক এসএটি-টোয়েন্টি খেলার ঘোষণা দিলেন।
এসএ টি-টোয়েন্টি দিয়ে মাঠে ফেরা নিয়ে কার্তিক বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ করা ও খেলা নিয়ে আমার অনেক দারুণ স্মৃতি আছে। যখন সুযোগটা এল, না বলতে পারিনি। কারণ, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরা ও রয়্যালের হয়ে দারুণ প্রতিযোগিতাটি জিততে পারলে অসাধারণ কিছু হবে। যদিও আমি আইপিএলে রয়্যালের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাইনি। আমাকে ফ্র্যাঞ্চাইজির সেটআপ ও পরিবেশ আকৃষ্ট করে।'
বেঙ্গালুরুর ক্রিকেট পরিচালক কুমার সাঙ্গাকারা বলেছেন, 'সাদা বলের ক্রিকেটে দীনেশ ভারতের একজন আধুনিক কিংবদন্তি। ওর অভিজ্ঞতা তৃতীয় মৌসুমে দল গড়তে অবদান রাখবে।'
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কার্তিক অন্যতম সেরা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ছিলেন। সব মিলিয়ে খেলেছেন ৪০১টি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ৬টি দলের হয়ে খেলেছেন এখন পর্যন্ত হওয়া আইপিএলের ১৭টি মৌসুমেই। ভারতের অবসর নেওয়া ক্রিকেটারই শুধু বিদেশি লিগগুলোতে খেলতে পারে। এর আগে অম্বাতি রাইডু, সুরেশ রায়না অবসর নিয়ে বিদেশি লিগে খেলেছেন।

১২২০ কোটি টাকায় আতলেতিকোতে যাচ্ছেন আলভারেজ

দি ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের ফুটবল টুর্নামেন্ট

বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ ২৪ পরগনা সর্বপ্রথম খেলাধুলার সাথে পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়াতে এবার এগিয়ে এলেও বারুইপুরের উত্তরভাগের দি ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুল। ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে শরীরচর্চা ও বাঙালির ফুটবল খেলা।
এই ফুটবল খেলা কে এবার ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবল চাঙ্গা করতে ও শরীরের বিকাশ ঘটাতে দি ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের মাঠে ঐতিহ্যপূর্ণ ফুটবল খেলা হয়। এই ফুটবল খেলার অংশগ্রহণ করেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও অভিভাবক না। এক সম্প্রীতির ম্যাচ হিসাবে খেলাধুলা হয়। যা ছিল চোখে দেখার মত ছাত্র-ছাত্রীদের এখন অনেকেই মোবাইল মুখী মোবাইল ছাড়া তারা এক পাওয়া চলতে পারে না। মোবাইলে আসক্ত হওয়া দূরে রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার আগ্রহ বাড়াতে একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছে দি ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুল যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা সাড়া ফেলেছে প্রতিটা ইস্কুলকে এমনি এগিয়ে আসার বার্তা দিয়েছে। তাছাড়া অভিভাবকের একত্রিত হয়ে তারা বলেন শারীরিক বিকাশের গঠনে প্রথম ধাপ তাদের খেলাধুলা সেই খেলাধুলার মাঠ এখন হারিয়ে গিয়েছে তাই নতুন মাঠ দিয়ে আবার খেলাধুলাকে বিকাশ ঘটিয়ে এক অন্য মাত্রায় দিতে চাচ্ছেন।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড প্রধানের পদত্যাগ, নয়া নিয়োগের অপেক্ষায়

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে এবার নতুন করে সঙ্কট দেখা দিল। কোভিড মহামারীর সময় অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের অন্তবর্তীকালিন প্রধান হিসেবে (সিইও) দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিক হকলি।
বোর্ডের ক্রান্তিলগ্নে দায়িত্ব নিয়ে দেশটির ক্রিকেটকে অনেকটাই স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসেন তিনি। যে কারণে ২০২১ সালে তাকে পূর্ণ নির্বাহী নিয়োগ করা হয়।
তবে এবার সেই পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন হকলি।
চলতি মৌসুমের গ্রীষ্মের পরেই পদ ছাড়বেন তিনি। বোর্ডের উন্নতির লক্ষ্যে পরবর্তীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হকলি।
এক বিবৃতি প্রকাশ করেন নিকলি বলেন, 'এই সিদ্ধান্তটি চ্যালেঞ্জিং ছিল। কিন্তু সামনে একটি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ গ্রীষ্ম মৌসুম এবং আমাদের পাঁচ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা ভালোভাবে চলছে। এটি আমার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ খোঁজার সঠিক সময়। এটি বোর্ডকে নতুন সিইও নিয়োগের জন্য যথেষ্ট সময় প্রদান করবে।
এরই মধ্যে আমরা শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছি। আমি আসন্ন মৌসুমে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং একটি মসৃণ উত্তরণ নিশ্চিত করতে বোর্ডকে সমর্থন করব।'
অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের সিইও হিসেবে নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে দায়িত্ব পালন করবেন হকলি।
এরপর তার অধীনেই জানুয়ারি মাসে নারী অ্যাশেজ টুর্নামেন্ট খেলতে অস্ট্রেলিয়া।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**